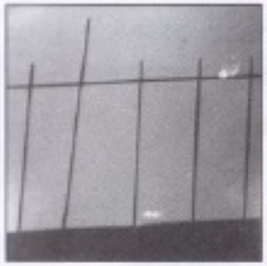

রাতদুপুরে দুম দুম করে দরজায় কিল পড়তে লাগল। সাংঘাতিক কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। আগুন-টাগুন লেগেছে কিংবা চোর এসেছে। চোর হবার সম্ভাবনাই বেশি। খুব চুরি হচ্ছে চারদিকে।

আমরা দুজনের কেউই ঘুমাই নি। ঘর অন্ধকার করে বসে আছি। বাবু ভাই তার শেষ সিগারেটটি ধরিয়েছে। সিগারেট হাতে থাকলে সে কোনো কথাবার্তা বলে না। কাজেই আমি গম্ভীর গলায় বললাম, কে ?

দরজা খোল।

বড় চাচার গলা। ধরা যেতে পারে সাংঘাতিক কিছু হয় নি। এ বাড়িতে বড় চাচার কোনো অস্তিত্ব নেই। কাজকর্ম কিছু করেন না। সে জন্যই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে হৈচৈ করে বাড়ি মাথায় তোলেন। একবার রাত তিনটায় এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন যে পাহারাদার পুলিশ আমাদের গেটের কাছে বাঁশি বাজাতে লাগল। আমি এবং বাবু ভাই দু'জনে ছুটে গিয়ে দেখি ছোট চাচির পোষা বিড়াল তাঁর ঘরে ঢুকে বিছানার উপর বমি করছে। বড় চাচার সে-কী চিৎকার। যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু হয়েছে।

আজ রাতেও নিশ্চয়ই সে-রকম কিছু হবে। হয়তো চাচির বিড়াল তাঁর ঘরে গিয়ে কুকীর্তি করে এসেছে। আর এই নিয়ে ঘুমুবার সময়টায় তিনি লাফঝাপ শুরু করেছেন।

আমি বিরক্ত স্বরে বললাম, কী হয়েছে চাচা ?

দরজা খুলতে বললাম— কানে যায় না ?

ব্যাপারটা কী ?

চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব, লাট সাহেব কোথাকার! দরজা খোল।

বাবু ভাই সিগারেট ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, রাতদুপুরে কী শুরু করেছেন ?

কী শুরু করেছি মানে ? একটা মানুষ মারা যাচ্ছে।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

কে মারা যাচ্ছে ?

বড় চাচা তার উত্তর না দিয়ে প্রচণ্ড একটা লাথি কষালেন দরজায়।

বাবু ভাই উঠে দরজা খুলল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, কে মারা যাচ্ছে ?

বড় চাচা হুঙ্কার দিয়ে বললেন, সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকিস না। নিচে যা।

হয়েছেটা কী বলবেন তো ?

বাবার অবস্থা বেশি ভালো না।

স্ট্রোক হয়েছে না কি ?

হতে পারে। অবস্থা খুব সিরিয়াস। খুবই সিরিয়াস!

বড় চাচাকে দেখে মনে হলো না তিনি খুব বিচলিত। বরঞ্চ এই উপলক্ষ্যে হৈচৈ করার সুযোগ পাওয়ায় তাঁকে বেশ খুশি খুশিই মনে হলো। অনেক দিন পর একটা দায়িত্ব পেয়েছেন।

সবাইকে খবর দেয়া দরকার। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নাই এখন। উফ কী ঝামেলা!

তিনি ঝড়ের মতো নিচে নেমে গেলেন। তাঁর গলা অবশ্যি শোনা যেতে লাগল, ড্রাইভার কোথায় ? ড্রাইভার ? কাজের সময় সব কোথায় যায় ? পেয়েছে কী ?

বারান্দার লাইট জ্বলল। চটি ফটফট করে কে যেন নামল। ছোট চাচা ? এ বাড়িতে ছোট চাচাই একমাত্র ব্যক্তি যিনি চটি পরেন এবং শব্দ করে হাঁটেন। নিশ্চয়ই তিনি।

বাবু ভাই আরেকটি সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। চিন্তিত স্বরে বলল, তুই চট করে দেখে আয় সত্যি সত্যি অবস্থা খারাপ কি না। আমার মনে হয় বাবা খামাখা চেঁচাচ্ছে।

নিচে গিয়ে দেখি সত্যি সত্যি অবস্থা খারাপ।

দাদার ঘরে অনেক লোকজন। ছোট চাচা, বড় চাচা, শাহানা, আমাদের ভাড়াটে রমিজ সাহেব। কম পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে। তাঁর খাটটি সরিয়ে সিলিং ফ্যানের ঠিক নিচে নিয়ে আসা হয়েছে। রাখা হয়েছে আধাশোয়া করে। তিনি হাত দুটি ছড়িয়ে নিঃশ্বাস নেবার জন্য ছটফট করছেন। পৃথিবীতে এত অক্সিজেন কিন্তু তার বৃদ্ধ ফুসফুসটাকে তিনি আর ভরাতে পারছেন না। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

শাহানা একটি হাতপাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে, তবু সে ক্রমাগত পাখা নেড়ে যাচ্ছে। তার মুখ হয়েছে পাংশুবর্ণ। লম্বাটে মুখ আরো লম্বা দেখাচ্ছে।

দাদা কী একটা বলতে চেষ্টা করলেন। শ্লেষ্মা জড়িত স্বর, কিছুই বোঝা গেল না।

বড় চাচি চেয়ারে বসেছিলেন। তিনি চোখ বড় করে বললেন, কী বলছেন রে ?

কী জানি কী ?

শাহানা, তুই কিছু বুঝতে পারলি ?

জি-না মামি।

দাদা এবার স্পষ্ট বলে উঠলেন, মিনু, ও মিনু।

মিনু আমাদের সবচে' বড় ফুপু। ন' বছর বয়সে গলায় কী একটা ঘা (খুব সম্ভব ক্যান্সার) হয়ে মারা গিয়েছিল। অল্প বয়সে মৃত্যু হবে বলেই হয়তো রাজকন্যাদের মতো রূপ নিয়ে এসেছিল। আমাদের বসার ঘরে এই ফুফুর একটি বাঁধানো ছবি আছে।

দাদা আবার বিড় বিড় করে কী বললেন। তাঁর বুক হাঁপরের মতো ওঠানামা করতে লাগল।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

শাহানা আমার কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, বড় ভয় লাগছে।

ভয়ের কী আছে ?

একটা মানুষ মরে যাচ্ছে— এটা ভয়ের না, কী বলছিস তুই ?

দাদা ছটফট করতে লাগলেন।

একজন মানুষ শ্বাস নেবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে আর আমরা এত সহজে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। আমার দাঁড়িয়ে থাকতে লজ্জাই লাগল।

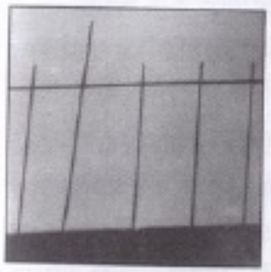

দাদা তাহলে সত্যি সত্যি মারা যাচ্ছেন। ইদানীং তাঁর সাথে আমার খুব একটা দেখা সাক্ষাৎ হতো না। ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি ডাকতেন, কে যায়, বাবু ? বাবু না ? তাহলে কে, টগর ? এ্যাই টগর, এ্যাই। আমি না শোনার ভান করে দ্রুত বেরিয়ে যেতাম। কী কথা বলব তাঁর সাথে ?

দাদার নিজের কোনো কথা নেই বলার। আমারও নেই।

একজন বুড়ো মানুষ যার স্মৃতিশক্তি নেই, গুছিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁর কাছে দীর্ঘ সময় বসে থাকা যায় না।

কিন্তু মানুষ শুধু কথা বলতে চায়। সর্বক্ষণ চায় কেউ না কেউ থাকুক তার পাশে। কে থাকবে এত সময় তাঁর কাছে ? দাদা তা বুঝেন না। তাঁর ধারণা পৃথিবীর সবারই তার মতো অখণ্ড অবসর। কাজেই তিনি কান খাড়া করে দরজার পাশে সারাদিন এবং প্রায় সারারাত বসে থাকেন। কারোর পায়ের শব্দ পাওয়া গেলেই ডাকেন, কে যায় ? কে এটা, কথা বলে না যে, কে ?

বাধ্য হয়ে কোনো কোনো দিন যেতে হয় তাঁর ঘরে। তিনি গম্ভীর হয়ে বলেন, কে তুই ? বাবু ?

জি-না, আমি টগর।

তোর পরীক্ষা কেমন হয়েছে ?

কখন পরীক্ষা কী পরীক্ষা কিছুই তিনি জানেন না। কিন্তু সমস্ত কথাবার্তা তার পরীক্ষা দিয়ে শুরু হয়।

আমি ঝামেলা কমাবার জন্য বলি, ভালোই।

ডিভিশন থাকবে ?

জি থাকবে।

অংক ভালো হয়েছে ? অংকটাই আসল। ডিভিশন হয় অংক আর ইংরেজিতে। ইংরেজি কেমন হয়েছে ?

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

ভালোই হয়েছে ?

'আমি আসিতে আসিতে ট্রেন ছাড়িয়া দিল'— এর ইংরেজি কী হবে বল দেখি ?

দাদার সঙ্গে কথা বলার এই যন্ত্রণা। আমি এমএসসি করছি বোটানিতে, কিন্তু তাঁর কাছে বসলেই একটা ইংরেজি ট্রানস্লেশান করতে হবে। মাসখানেক আগে একবার বাবু ভাইকে ডেকে এনে পাটিগণিতের অংক করতে দিলেন। সে অংক আবার পদ্যে লেখা— 'অর্ধেক পঙ্কে তার, তেহাই সলিলে। নবম ভাগের ভাগ শৈবালের জলে...' ইত্যাদি।

বাবু ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, দাদা, আমি পাশটাশ করে ইন্ডেন্টিংয়ের অফিস খুলেছি, এখন বসে বসে পাটিগণিত করব নাকি ?

তুই আবার পাশ করলি কবে ?

এমএ পাশ করলাম দুই বছর আগে।

বলিস কী ? কোন ক্লাস পেয়েছিস ?

আপনাকে নিয়ে তো মহা মুসিবত দেখি।

দাদাকে নিয়ে মুসিবত শুরু হয়েছে অনেক দিন থেকেই। বছর তিন ধরে হঠাৎ করে তাঁর মাথায় গণ্ডগোল হতে শুরু করে। ব্যাপারটা সাময়িক। দিন দশেক থাকে আবার সেরে যায়, আবার হয়। মস্তিষ্ক বিকৃতির সময়টা বাড়িসুদ্ধ লোককে তিনি অস্থির করে রাখেন। এই সময় তিনি কিছুই খান না। ভাত মাখাবার সময় তিনি নাকি দেখতে পান একটা কালো রঙের বিড়াল থাবা দিয়ে তাঁর সঙ্গে ভাত মাখছে। কাজেই তিনি ভাত খেতে পারেন না। একজনকে তখন প্লেট উঁচু করে রাখতে হয়, যাতে বিড়ালে ভাত ছুঁতে না পারে। অন্য একজনকে ভাত মাখিয়ে মুখে তুলে দিতে হয়। তুলে দেয়া ভাতও বেশিক্ষণ খেতে পারেন না। দু'এক নলা মুখে তুলেই চেঁচাতে থাকেন— বিড়াল গা বেয়ে উঠছে, গা বেয়ে উঠছে। চেঁচাতে চেঁচাতে এক সময় বমি করে ফেলেন। কী কষ্ট কী কষ্ট!

অসুখের আগেও যে তাঁর সময় খুব ভালো যাচ্ছিল তা নয়। দিনের বেশির ভাগ সময় বসে থাকতেন বারান্দায়। ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়ে সমস্ত দিন একা একা পড়ে থাকা নিশ্চয়ই কষ্টকর ব্যাপার। ঠিক এই বয়সে এই অবস্থায় একজন মানুষ কী ভাবে কে জানে ? বসার ভঙ্গিটা অবশ্য অপেক্ষা করার ভঙ্গি। যেন কোনো একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা। সেটা নিশ্চয়ই মৃত্যু। বারান্দার অন্ধকার কোনায় এককালের একজন প্রবল প্রতাপের মানুষ আধো জাগ্রত অবস্থায় মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। চিত্রটি অস্বস্তিকর।

এখন রাত এগারোটা পঁচিশ। দাদার যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে এ জগতের জ্বালা-যন্ত্রণার অবসান হতে বেশি দেরি নেই। তার বাঁ চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। জীবনের সর্বশেষ যাত্রাটি সুসহ করা হলো না কেন কে জানে ?

আকবরের মা প্রকাণ্ড একটা গামলা ভর্তি ফুটন্ত পানি এনে হাজির করল। বড় চাচি অবাক হয়ে বললেন, গরম পান কী জন্যে ?

আমি কী জানি ? আমারে আনতে কইছে, আনছি।

শাহানা, গরম পানির কথা কে বলছে ?

আমি জানি না মামি।

কী যে এদের কাণ্ড। এই আকবরের মা, পানি নিয়ে যাও তো। কে বলেছে তোমাকে পানির কথা ?

বড় মিয়া কইছেন।

যাও নিয়ে যাও।

আকবরের মা পানি নিয়ে যেতে গিয়ে ইচ্ছে করেই অর্ধেক পানি ফেলে ঘর ভাসিয়ে দিল। আমি দাদার ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। বারান্দার এক প্রান্তে উগ্র মূর্তিতে বড় চাচাকে দেখা গেল। তাঁর সামনে কালাম। কালামের মুখ পাংশু বর্ণ।

আজকে তোর চামড়া খুলে ফেলব। মানুষ মারা যাচ্ছে বাড়িতে আর তোর আজকে না ঘুমালে শরীর খারাপ করবে ? লাট সাহেব আর কী।

আমাকে দেখে বড় চাচার কাজের উৎসাহ আরো বেড়ে গেল। কালামের গালে প্রকাণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে মেঘস্বরে বললেন, তোকে যে বললাম সবাইকে খবর দিতে, দিয়েছিস ?

জি-না দেই নাই। দেব।

একটা কথা কতবার বলা লাগে ?

যাচ্ছি।

যাচ্ছি কখন ? নিজের চোখে অবস্থাটা দেখছিস না ?

চাচা, ডাক্তার আনতে কেউ গিয়েছে ?

রমিজ সাহেব গিয়েছেন। রমিজ এলে তুই গাড়ি নিয়ে যাবি। বাবুকে সঙ্গে নিস। সেই মাতবরটা কোথায় ?

উপরে আছে।

যা ডেকে নিয়ে আয়। অন্য বাড়ির লোকজন ছোটাছুটি করছে, আর নিজেদের কারোর খোঁজ নেই। আফসোস!

www.DeshiBoi.com
www.DeshiBoi.com
Nirjoy

অন্য বাড়ির— অর্থাৎ রমিজ সাহেব। লম্বা কালো মোটাসোটা একটা মানুষ যাদের দেখলেই মনে হয় এদের জন্ম হয়েছে অভাব-অনটনে থাকবার জন্যে। তিনি আমাদের ভাড়াটে। একতলার চারটা কামরা নিয়ে আজ সাত বছর ধরে আছেন। এই সাত বছর কোনো ভাড়া বাড়ানো হয় নি। কিন্তু তবু রমিজ সাহেব তাঁর নামমাত্র ভাড়াও নিয়মিত দিতে পারেন না। হাত কচলে চোখ-মুখে দীন একটা ভাব ফুটিয়ে আমার বাবাকে গিয়ে বলেন, রহমান সাহেব, একটা বড় বিপদে পড়েছি— আমার ছোট শালির এক ছেলে...

রমিজ সাহেবের বাড়ি ভাড়া না দেয়ার কারণগুলি সাধারণত বিচিত্র হয়ে থাকে এবং তা শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য কারোর থাকে না। বাবাকে এক সময় বিরক্ত হয়ে বলতে হয়, থাক থাক, একটু রেগুলার হবার চেষ্টা করবেন বুঝলেন?

জি স্যার। আর দেরি হবে না।

রেগুলার হবার কোনোরকম চেষ্টা অবশ্যি দেখা যায় না। তিনি নিজের অংশের একটা ঘর সাবলেট দিয়ে ফেলেন গোঁফওয়ালা বেঁটে একটা লোককে। আমাদের অবশ্য বলেন, তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বিপদে পড়েছে, তাই দিন দশেক থাকবে। সেই লোক মাস দুয়েক থাকার পর আমরা ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম। বড় চাচা খুব রাগলেন। গলার রগ ফুলিয়ে বললেন, সব কটাকে ঘাড় ধরে বের করে দাও, ফাজলামি পেয়েছে। বেঁটে লোকটা খুব হম্বিতম্বি শুরু করল, বললেই হয়! দেশে আইন-আদালত নাই? এভিকশন কি মুখের কথা? এতে বড় চাচা আরো বেশি রেগে গেলেন এবং হুকুম দিলেন বাড়ির সব জিনিসপত্র বাইরে বের করে দিতে। আমাদের বাড়ির চাকর-বাকর অনেকদিন পর একটা উত্তেজনার ব্যাপার ঘটাবার উপক্রম দেখে উৎসাহে সঙ্গে সঙ্গে আলনা, ট্রাঙ্ক, চেয়ার-টেবিল বাইরে এনে ফেলতে লাগল। আমি হৈ চৈ শুনে বারান্দায় এসে দেখি রমিজ সাহেবের স্ত্রী রক্তশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। এই সময় বাবু ভাই এলো কোত্থেকে এবং সে খুব অবাক হয়ে গেল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, এইসব কী?

আকবরের মা একগাল হেসে বলল, বড় ভাই, এরারে বাড়ি থাইক্যা বাইর কইরা দিতেছি।

রমিজ সাহেবের বড় মেয়েটা শব্দ করে ফুঁপিয়ে উঠল। বাবু ভাই গম্ভীর মুখে বললেন, জিনিসপত্র সব ঘরে নিয়ে ঢুকাও। এইসব কী?

বড় চাচা কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন। বাবু ভাই তার আগেই এগিয়ে এসে কালামের গালে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। কালাম হৃষ্টচিত্তে একটা মিটসেফ ঠেলাঠেলি করে আনছিল। সে কিছুই বুঝতে না পেরে মুখ চাওয়া

চাওয়ি করতে লাগল। বাবু ভাই যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে নিজের ঘরে চলে এলেন।

সেদিন আমি বেশ কিছু জিনিস প্রথমবারের মতন লক্ষ করলাম। যেমন— রমিজ সাহেবের চার মেয়ে। কোনো ছেলে নেই। রমিজ সাহেব এবং তাঁর স্ত্রীর চেহারা মোটামুটি ধরনের কিন্তু তাদের চারটি মেয়েই দেখতে চমৎকার। সবচেয়ে বড়টির (যার নাম নীলু) এমন মায়াকাড়া চেহারা। সবক'টি বোনের মধ্যে একটা অন্যরকম স্নিগ্ধ ভাব আছে। তাছাড়া বাচ্চাগুলি এমনিতেও শান্ত। চিৎকার চেঁচামেচি কখনো শুনেছি বলে মনে পড়ল না।

এর কিছুদিন পরই রমিজ সাহেব হাসিমুখে এক প্যাকেট লাড্ডু হাতে দোতলায় এলেন। বড় মেয়েটি তাঁর পেছনে। ব্যাপার কী? বড় মেয়ে যার নাম নীলু সে ক্লাস এইটে বৃত্তি পেয়েছে। রমিজ সাহেব সবক'টি দাঁত বের করে হাসতে হাসতে বললেন, ঘরের কাজকর্ম করে সময়ই পায় না। সময় পেলে স্যার আরো ভালো হতো।

বাবা অবাক হয়েই বললেন, কত টাকার বৃত্তি?

মাসে চল্লিশ টাকা স্যার। আর বই কিনা বাবদ দুইশ টাকা।

বাহ্ বেশ তো।

মেয়েটার জন্য দোয়া করবেন স্যার।

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

দোতলা থেকে তারা রওনা হলো তিন তলায়। এই সময় দেখা হলো আমার সঙ্গে।

এই যে ভাই সাহেব, আমার এই মেয়েটা...

শুনেছি, বাবাকে বলছিলেন। আমি বারান্দায় ছিলাম। খুব ভালো খবর।

নীলু, কদমবুসি কর টগর সাহেবকে।

আমি আঁৎকে উঠলাম, আরে না না।

না না কী? মুরুব্বির দোয়া ছাড়া কিছু হয় না কি? এ্যাঁ?

রমিজ সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। আজ আর তিনি দীন ভাড়াটে নন। আজ একজন অহঙ্কারী বাবা। আমি বললাম, তোমার নাম কী?

নীলু।

রমিজ সাহেব গর্জে উঠলেন, ভালো নাম বল।

নীলাঞ্জনা।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

বাহ্ সুন্দর নাম।

রমিজ সাহেব হৃষ্টচিত্তে বললেন, ওর মা'র রাখা নাম। আমি নাম দিয়েছিলাম জোবেদা খানম, সেটা তার মায়ের পছন্দ হলো না। নামটা নাকি পুরনো। আরে ভাই আমি নিজেও তো পুরনো। হা-হা-হা!

বাবা মেয়েটির জন্য একটা পার্কার কলাম কিনে পাঠিয়ে দিলেন। সেই কলমের প্রসঙ্গ রমিজ সাহেব সময়ে অসময়ে কতবার যে তোলেন তার ঠিক নেই। যেমন দিন সাতেক পর রমিজ সাহেবের সঙ্গে নিউমার্কেটে দেখা হলো। তিনি এক গাল হেসে বললেন, কাণ্ড শুনেছেন নাকি ভাই?

কী কাণ্ড?

পার্কার কলমটা যে দিয়েছেন আপনারা, নীলু স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল। ক্লাশ ছুটি হওয়ার পর আর পায় না। মেয়ে তো কাঁদতে কাঁদতে বাসায় আসছে। আমি দিলাম এক চড়। মেজাজ কি ঠিক থাকে বলেন আপনি? শেষে তার ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল। দেখেন অবস্থা। হা-হা-হা!

নীলুর সঙ্গে আমার খানিকটা খাতিরও হলো অন্য একটি কারণে। একদিন দেখলাম দুপুরের কড়া রোদে সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। একা নয়, সঙ্গে আরো কয়েকটি মেয়ে। স্কুল ড্রেস পরা থাকলে যা হয়— সবক'টাকে অবিকল এক রকম লাগে। তবুও এর মধ্যে নীলুকে চিনতে পারলাম।

এ্যাই নীলু!

নীলু হকচকিয়ে এগিয়ে এলো।

যাচ্ছ কোথায়? এ লাইনে তো মিরপুরের বাস যায়।

কল্যাণপুর যাচ্ছি। আমাদের এক বন্ধুর আজ গায়ে হলুদ, আমাদের যেতে বলেছে।

ঐ ওরাও যাচ্ছে তোমার সাথে?

জি।

উঠে পড় গাড়িতে। পৌঁছে দেই। যে ভিড়, এখন আর বাসে উঠতে পারবে না।

নীলু ইতস্তত করতে লাগল। যেন আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়ায় মস্ত অপরাধ হয়েছে। অন্য মেয়েগুলি অবশ্যি খুব হৈচৈ করে গাড়িতে উঠে পড়ল। তারা খুব খুশি।

সারাদিন থাকবে তোমরা?

নীলু জবাব দিল না। কালো মতো একটি মেয়ে হাসিমুখে বলল, আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকব। সবাই বাসায় বলে এসেছি। শুধু নীলু বলে আসে নি।

কেন নীলু, বলে আস নি কেন?

নীলু তারও জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। কালো মেয়েটি বলল, নীলু তার মা'র সঙ্গে ঝগড়া করেছে। দু'দিন ধরে ওদের মধ্যে কথা বন্ধ।

তাই বুঝি?

সবক'টি মেয়ে খিলখিল করে হেসে ফেলল। ব্যাক ভিউ মিররে দেখলাম নীলুর চোখে জল এসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যার পর নীলুদের বাসায় সত্যি সত্যি দারুণ অবস্থা। রমিজ সাহেব কাঁদো হয়ে বাবু ভাইকে গিয়ে বললেন, ভাইসাব শুনেছেন, আমার মেয়েটা কিডন্যাপ হয়েছে।

কী বলছেন এইসব?

জি ভাইসাব, সত্যি কথাই বলছি।

রমিজ সাহেব ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, এসে পড়বে, হয়তো বন্ধুর বাড়িটাড়ি গিয়েছে।

আমার মেয়ে না বলে কোথাও যাবে না টগর সাহেব।

নীলু সে-রাতে বাড়ি এসে পৌঁছে রাত পৌনে আটটায়। ওর বন্ধুর বাড়ি থেকে মুরুব্বি কিসিমের এক ভদ্রলোক এসে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের নিচতলায় প্রলয়ের মতো হয়ে গেল। রমিজ সাহেব কেঁদে গিয়ে পড়লেন আমার বড় চাচার কাছে। বড় চাচা একটা কাজ পেয়ে লাফঝাপ দিতে শুরু করলেন— এই থানায় টেলিফোন করছেন, ঐ করছেন হাসপাতালে। একবার শুনলাম অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে কাকে যেন বলছেন, আরে ভাই, বলতে গেলে বাসার সামনে থেকে মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গেছে। এই দেশে বাস করা অসম্ভব।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

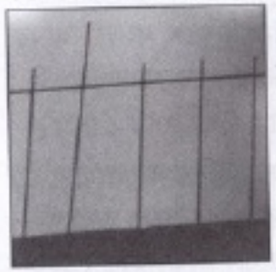

আমি সিঁড়ির কাছাকাছি আসতেই দেখলাম গাড়ি এসে ঢুকেছে। ডাক্তার চলে এসেছে। কোনজন এসেছে কে জানে। বড় রাস্তার মোড়ে একজন ডাক্তার থাকেন যাকে দেখেই যক্ষা রোগী বলে ভ্রম হয়। দাদার জন্যে তিনি হচ্ছেন ফুলটাইম ডাক্তার। তাঁর নাম প্রদ্যুৎ বাবু বা এই ধরনের কিছু। এঁর বিশেষত্ব হচ্ছে তিনি এলোপ্যাথির পাশাপাশি টোটকা ওষুধ দেন। বাবু ভাইয়ের একবার টনসিল ফুলে বিশ্রী অবস্থা হলো। কিছুই গিলতে পারেন না। একশ' দুই জ্বর গায়ে। প্রদ্যুৎ বাবু এসেই গম্ভীর মুখে বললেন, বানর লাঠি গাছের ফল পিষে গলায় প্রলেপ দিতে। এটাই নাকি মহৌষধ।

বাবু ভাই দারুণ রেগে গেলেন। চিঁচিঁ করে বললেন, শালা মালাউন, কবিরাজি শুরু করেছে।

প্রদ্যুৎ বাবু (কিংবা পীযূষ বাবু) কিন্তু সত্যি সত্যি বানরলাঠি গাছের ফল জোগাড় করে পুলটিশ লাগিয়ে ছাড়লেন। অসুখ আরাম হলো। যদিও বাবু ভাইয়ের ধারণা এমনিতেই সারত। শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধের মেকানিজমেই সেরেছে।

যাই হোক, প্রদ্যুৎ বাবুর আমাদের বাড়িতে মোটামুটি একটা সম্মানের আসন আছে। তিনি বাড়ি এলেই তাঁর জন্য দুধ ছাড়া চা হয়, সন্দেশ আনানো হয় এবং বাবা নিজে নেমে এসে কথাবার্তা বলেন।

এই যে ডাক্তার, যাওয়ার আগে আমার প্রেসারটা দেখে যাবে।

বিনা ফিতে প্রেসার দেখা ছেড়ে দিয়েছি রহমান সাহেব। মেডিকেল এথিকসের ব্যাপার আছে। হা-হা-হা!

www.DeshiBoi.com

আজ দেখলাম প্রদ্যুৎ বাবু ছাড়াও অন্য একজন ডাক্তার নামলেন। সেই ভদ্রলোকের চোখেমুখে সীমাহীন বিরক্তি, যার মানে তিনি একজন বড় ডাক্তার। পিজির কিংবা মেডিকেলের প্রফেসর বা এসোসিয়েট প্রফেসর। ভদ্রলোকের

বিরক্তি দেখি ক্রমেই বাড়ছে। গাড়ি থেকে নেমেই হাতঘড়ি দেখলেন। আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল দেখি ভদ্রলোক যে কতক্ষণ থাকেন তার মাঝে মোট ক'বার হাতঘড়ি দেখেন। কিন্তু এখন এসব এক্সপেরিমেন্টের ভালো সময় নয়। গাড়ি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের খোঁজে যেতে হবে। যে দুই ফুপু ঢাকায় আছেন তাঁদেরকে বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।

সিঁড়িতে পা দেয়ামাত্র নীলু ডাকল, টগর ভাই।

এই মেয়েটি নিঃশব্দে চলাফেরা করে। আচমকা কথা বলে চমকে দেয়।

দাদার অবস্থা কি বেশি খারাপ ?

মনে হয়। রাতের মধ্যেই কাম সাফ হবার সম্ভাবনা।

টগর ভাই, আপনি সব সময় এইভাবে কথা বলেন কেন ?

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি নীলু হলুদ রঙের শাড়ি পরেছে। মেয়েটা চোখের সামনে বড় হয়ে যাচ্ছে। বড় হচ্ছে এবং সুন্দর হচ্ছে। মেয়েরা লতানো লাউ গাছের চারার মতো। এই দেখা যাচ্ছে ছোট্ট এক রত্তি একটা চারা, কয়েকটা দিন অন্যমনস্ক থাকার পর হঠাৎ চোখে পড়লেই দেখা যাবে নিজেকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে চারদিকে। সতেজ বলবান একটি জীবন।

আচ্ছা তুই এখন কী পড়িস যেন ?

[নীলুকে আমি 'তুই' বলি। ওর সঙ্গে প্রায়ই আমার কথাবার্তা হয়। আমার সঙ্গে কথা বলার একটা গোপন আগ্রহ এর আছে।]

সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। বখশি বাজার কলেজে।

সেকেন্ড ইয়ারে আবার কবে উঠলি ?

নীলু সে কথার জবাব না দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, আমাকে তুই তুই করে বলেন কেন ?

সেদিনকার পুচকে মেয়ে, তোকে আবার আপনি আপনি বলতে হবে নাকি ?

আমি দোতলায় চলে গেলাম। বাবু ভাইয়ের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। বারান্দায় আলো নেই। তার ঘরও অন্ধকার। আমি ঘরে ঢুকে সুইচ টিপলাম, আলো জ্বলল না। বাবু ভাইয়ের গলা শোনা গেল, লম্বা হয়ে শুয়ে পড় টগর।

কী ব্যাপার ? লাইট ফিউজ না কি ?

উঁহুঁ, বাল্ব খুলে ফেলেছি। ঘর অন্ধকার দেখলে কেউ আর খোঁজ করবে না। মনে করবে কাজেকর্মেই আছি।

বারান্দাটারও খুলে ফেলেছ নাকি ?

www.DeshiBoi.com

Nirjoy

হুঁ। ঝামেলা ভালো লাগে না। রাতদুপুরে এর বাড়ি যাও, ওর বাড়ি যাও। বাল্ব খুলে জমাট অন্ধকার করে দিলাম।

বাবু ভাই সিগারেট ধরাল। লম্বা টান দিয়ে বলল, মরবার সময় হয়েছে মরবে, এত হৈচৈ কী জন্যে ?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবু ভাই বলল, শুয়ে শুয়ে এইসব কথাই ভাবছিলাম।

কী সব কথা ?

যেমন ধর, মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী যে জানে একদিন তাকে মরতে হবে। অন্য কোনো প্রাণী তা জানে না।

বুঝলে কী করে অন্য প্রাণীরা জানে না ? কথা বলেছ তাদের সাথে ?

কথা না বলেও বোঝা যায়। অন্য কোনো প্রাণী মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয় না। মানুষ নেয়।

আমিও সিগারেট ধরালাম। বাবু ভাই বলল, বুড়োর অবস্থা কী ?

ভালো না।

মৃত্যু ব্যাপারটা কুৎসিত। একসেপ্ট করা যায় না।

যাবে না কী জন্যে ? কুৎসিত জিনিস কি আমরা একসেপ্ট করি না ?

সব সময় করি না।

মৃত্যু স্বীকার করে নেই কিন্তু একসেপ্ট করি না।

আমার ক্ষীণ সন্দেহ হলো— বাবু ভাই এক ফাঁকে তার ট্রাঙ্ক খুলে ঐটি বের করে দু-এক ঢোক খেয়েছে। বাবু ভাইয়ের এই অভ্যেসটি নতুন। যেভাবে তা প্রথম শুরু হয়েছিল তাতে আমার ধারণা হয়েছিল অভ্যেসটি স্থায়ী হবে না। কিন্তু মনে হচ্ছে স্থায়ী হয়েছে। আমি মৃদু স্বরে বললাম, তুমি কিছু খেয়েছ নাকি ?

হুঁ। বেশি না। আধা গ্লাসও হবে না। মৃত্যুর মতো একটি কুৎসিত ব্যাপার একসেপ্ট করতে হলে নার্ভগুলিকে আংশিক অকেজো করে দিতে হয়। তুই এক ঢোক খাবি নাকি ? ভালো জিনিস, ব্ল্যাক টাওয়ার। খা। জার্মান জিনিস। চমৎকার।

www.DeshiBoi.com

এখন না।

বাবু ভাই, বিছানা থেকে নেমে ট্রাঙ্ক খুলল। আমি বললাম, আরো খাচ্ছ নাকি ?

জাস্ট এ লিটল।

একটা কেলেঙ্কারি করবে শেষে।

তুই পাগল হয়েছিস ? কেউ টের পাবে না।

বড় চাচার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। এ বাড়ির কারোর পায়ের শব্দ আমি চিনি না, কিন্তু বড় চাচার পায়ের শব্দ চিনি। তিনি কেমন যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেন বলে মনে হয়। থপথপ করে বানর হাঁটার মতো শব্দ হয়।

বড় চাচা বারান্দার মাঝামাঝি গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, লাইট কোথায় গেল ? আর বাল্বটা ফিউজ হলো কখন। এই এই। টগর টগর।

বড় চাচা আমাদের ঘরেও একবার উঁকি দিলেন। তারপর আবার বানরের মতো থপথপ শব্দ করে তেতলায় উঠে গেলেন। নেমে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। বাল্ব নিয়ে এসেছেন বোধহয়। কিছুক্ষণ পরই বারান্দায় একশ পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলে উঠল। বড় চাচা আবার থপথপ শব্দ করে নিচে নেমে যেতেই বাবু ভাই বাল্বটা খুলে নিয়ে এলো।

ব্ল্যাক টাওয়ার আমিও খানিকটা চেখে দেখলাম। জিনিসটা মন্দ না। কেমন যেন পচা নারকেলের পানির মতো। রাত বাজে দুটা দশ। বাবু ভাই মৃদু স্বরে বলল, বুড়া তাহলে মরেই যাচ্ছে ?

তা বোধহয় যাচ্ছে।

দুঃখের ব্যাপার। বুড়োর সাথে আমার খাতির ছিল।

তোমার একার না, সবারই খাতির ছিল।

হুঁ। খুব মাই ডিয়ার টাইপ ছিলেন।

কথাটা ঠিক না। দাদা মাই ডিয়ার টাইপ নন। তিনি একজন কঠিন প্রকৃতির মানুষ। তবে বাবু ভাইয়ের সঙ্গে তার খাতির ছিল। সুস্থ থাকাকালীন রোজ একবার করে খোঁজ করতেন— বাবু আছে ? বাবু ভাই বিরক্ত হয়ে বলতেন, বুড়োর যন্ত্রণায় শান্তিতে থাকা মুশকিল। তা সম্রাট শাহজাহান আমার কাছে কী চায়।

দাদাকে আড়ালে আমরা সম্রাট শাহজাহান এবং শাহানাকে জাহানারা ডাকি। দাদাও প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতির ভগ্ন ছবি হয়ে সারা দুপুর জাহানারার সঙ্গে গুজগুজ করেন। অনেক বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকাটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার।

www.DeshiBoi.com

বাবু ভাই বোতলের আরো খানিকটা গলায় ঢালল। আমি মৃদুস্বরে ডাকলাম, বাবু ভাই।

হুঁ।

Nirjoy

তোমার কি মনে হয় মৃত্যুর পর কিছু আছে ?

খুব সম্ভব আছে। থাকারই কথা।

বাবু ভাই ঢকঢক করে গ্লাসে আরো খানিকটা ঢালল।

বাবু ভাই, আর খেয়ো না। তুমি বেশি খাচ্ছ।

বেশি কোথায় দেখলি ?

শেষে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

কিছুই করব না।

বড় চাচার গলার শব্দ শোনা গেল, আরে এই বাল্বটা কোথায় গেল ? ব্যাপার কী ?

বাবু ভাই খিকখিক করে হাসতে লাগল।

কে হাসে, এই কে হাসে ? বাবু বাবু। এই টগর।

আমার মনে হলো, বড় চাচা খানিকটা ভয় পেয়েছেন। গলার স্বর কেমন কাঁপা কাঁপা।

কে হাসছিল ? এই এই। কালাম। এই কালাম।

বড় চাচা দ্রুত নিচে নেমে গেলেন। তিনি সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছেন।

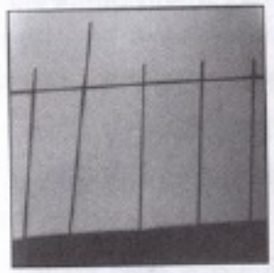

মগবাজারের ফুপু এলেন সবার আগে। নিজের গাড়ি আনলেন না। তাকে গিয়ে নিয়ে আসতে হলো। তাঁর গাড়ির কার্বুরেটরে নাকি কী একটা প্রবলেম হয়েছে। আমাদের বাড়িতে আসতে হলেই তার গাড়ির কার্বুরেটরে প্রবলেম হয় কিংবা ব্রেক সু লুজ থাকে। বাবু ভাইয়ের ধারণা সমস্ত ঢাকা শহরে মগবাজারের ফুপুর চেয়ে কৃপণ এবং ধূর্ত মহিলা এখনো জন্মায় নি এবং ভবিষ্যতেও জন্মানোর সম্ভাবনা ক্ষীণ। তার বাড়িতে বেড়াতে গেলে তিনি চমৎকার জাপানি কফি কাপে চা দেন। উদ্দেশ্য একটিই— কাপগুলি ছোট। চায়ের সঙ্গে কখনো কিছু থাকে না। আমরা কেউ দুপুরের দিকে তার বাসায় গেলে তিনি বিরক্ত স্বরে বলেন, খবর দিয়ে আসতে পারিস না ? ভাত চড়িয়ে ফেলেছে।

ভাত খাব না।

দুপুরে আবার ভাত খাবি না কি ? বস খানিকক্ষণ, আবার ভাত চড়াবে। কতক্ষণ আর লাগবে। রাইস কুকার আছে।

না ফুপু, বসতে পারব না।

শুধু মুখে যাবি ? সময় হাতে নিয়ে আসতে পারিস না ? সবসময় তাড়া সবসময় তাড়া। কী এমন রাজকার্য তোদের ?

মগবাজারের ফুপুকে আমরা কেউ সহ্য করতে পারি না। বাবু ভাই প্রায় খোলাখুলি এমনসব অপমানজনক কথাবার্তা বলে যে অন্য কেউ হলে বড় রকমের ঝামেলা বেঁধে যেত। মগবাজারের ফুপু অসম্ভব ধূর্ত বলেই কোনো কথা গায়ে মাখেন না এবং এমন ভাব করেন যে কিছু বুঝতে পারেন নি।

গত বছর শীতের সময় তিনি হঠাৎ এসে বললেন, ফরিদের (তার ছেলে) গ্র্যাজুয়েশন হবে সামারে, তাকে গ্র্যাজুয়েশন সেরিমনি এ্যাটেন্ড করতে যেতে হবে। বাবু ভাই গম্ভীর হয়ে বলল, বলেন কী ফুপু, ফরিদ ভাই তো দেশে তিন ধাক্কায়ও আইএ পাস করতে পারল না। ঐখানে গিয়ে একেবারে এমএ পাস করে ফেলল ?

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

দেশে কি পড়াশোনা হয় ? বিদেশে পড়াশোনার একটা এ্যাটমোসফিয়ার আছে। টিচাররা যত্ন নেয়।

এখানের ছেলেমেয়ে যেগুলি পাস করে সেগুলি কীভাবে করে ?

কী জানি কীভাবে করে ? নকল ছাড়া তো আমি কিছু জানি না।

ফুপু হাই তুলেন। কথা বন্ধ করতে চান। বাবু ভাইও ছাড়বার পাত্র না। সে পেঁচাবেই।

ফরিদ ভাই তো মন্দ দেখায় নাই। এইখানে ছিল আইএ ফেল, বিলেতে গিয়ে দুই বছরে একেবারে এমএ।

ফুপু গম্ভীর হয়ে বললেন, ও দেশে তো আর আমাদের মতো নিয়ম না— যে, দুই বছর পড়তে হবে আইএ, দুই বছর পড়তে হবে বিএ। ওদের দেশে অন্য ব্যবস্থা।

ফরিদ ভাই দেশে আসবে ?

আসবে। একটা মেয়েটেয়ে দেখ দেখি। ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ডিপার্টমেন্টে নাকি সুন্দর মেয়ে আছে ?

মগবাজারের ফুপুর সঙ্গে কথা শুরু হলে তা এক সময় না এক সময় সুন্দর মেয়েতে এসে থেমে যাবে। গত চার বছর ধরে তিনি সুন্দর মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কোনোটিই তার পছন্দ হচ্ছে না। হয় নাকটা প্রয়োজনের তুলনায় ছোট কিংবা ঠোঁট একটু মোটা। সবকিছুই যখন ঠিক থাকে তখন দেখা যায় মেয়েটা বেঁটে। বাংলাদেশের সুন্দরী মেয়ে প্রসঙ্গে ফুপুর সার্ভে হচ্ছে— এদেশে সুন্দরী মেয়ে নেই। যেক'টি আছে তারা হয় বেঁটে, নয় শ্বেতী রোগগ্রস্তা।

আমার মনে হচ্ছে বাবু ভাইয়ের অল্প মাত্রায় নেশা হয়েছে। সে গুন গুন করে গাইছে—

Pretty girls are every-where
and if you call me I will be there...

কিংস্টোন ট্রায়োর বিখ্যাত গান। যে বাড়িতে একজন বৃদ্ধ মানুষ মারা যাচ্ছে সে বাড়ির ছেলে ঘর অন্ধকার করে চুক চুক ব্ল্যাক টাওয়ার খাচ্ছে এবং কিংস্টোন ট্রায়োর প্রেমের গান গাইছে— ব্যাপারটা দারুণ রিপালসিভ। তারচে' বড় কথা বড় ফুপু এসে পৌঁছেছেন। তিনি ব্যাপারটা ধরতে পারলে কেলেঙ্কারি হবে। মানুষকে অপদস্থ করার মধ্যে তিনি এক ধরনের আনন্দ পান।

ক্লাস সেভেনে আমি যখন ফেল করলাম তখনকার কথা বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আমার আশপাশে যখনই অপরিচিত কেউ থাকত, বড় ফুপু

কথাবার্তা পড়াশোনার দিকে টেনে এনে এক সময় বলতেন— এই দেখেন না, টগরটা ক্লাস সেভেন পাস করতে পারল না। অংকে পেয়েছে বারো। চিন্তা করেন অবস্থাটা। ক্লাস সেভেনের অংকে যোগ বিয়োগ ছাড়া কিছু আছে ?

আমি ফুপুকে সামলাবার জন্যে যাতে হুট করে বাবু ভাইয়ের সামনে না পড়ে যান, নিচে নিয়ে গেলাম। ফুপু আমাকে বারান্দার অন্ধকার কোণের দিকে নিয়ে গেলেন।

বাবার শরীর হঠাৎ করে এত খারাপ হলো কী জন্যে ? পরশু দেখে গেলাম ভালো মানুষ।

বয়স হয়েছে।

বয়স-টয়স কিছু না। এ বাড়িতে বাবার যত্ন হয় না। এই বাড়িতে চাকর-বাকরের যে যত্ন হয় বাবার সে যত্নটাও হয় না।

হবে না কেন ?

কেন সেটা আমি বলব কী করে ? তোরা থাকিস তোরা বুঝবি।

ফুপু, যত্ন ঠিকই হয়। শাহানা নিজে ভাত খাইয়ে দেয়।

কেন, শাহানা খাওয়াবে কেন ? শাহানা কে ? মেয়ের ঘরের নাতনি। লতায় পাতায় সম্পর্ক। ভাবিরা কেন খাওয়ায় না। আমি সবই বুঝি। কিছু বলি না। যখন বলব ঠিকই বলব। কাউকে ছাড়ব না। তোরা আমাকে ভেবেছিস কী ?

ফুপু, আপনি দাদাকে নিজের কাছে নিয়ে রাখেন না কেন ? মেয়ের কাছে যত্ন ভালো হবে।

তাই রাখব। এই যাত্রা রক্ষা হলে নিজের কাছে নিয়ে যাব।

সেটাই ভালো হবে।

ভালো হোক মন্দ হোক তাই করব। এই বাড়িতে বাবার কোনো যত্ন হয় ? বড় ভাবিকে দেখলাম চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছে। আশ্চর্য! একটা মানুষ মারা যাচ্ছে— এর মধ্যে মানুষ ঘুমায় কী করে ?

ফুপু, আপনি গিয়ে দাদার পাশে বসেন।

এখন আর বসাবসি— রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে। আর ছোট ভাবিইবা কোথায় ? নাক ডাকাচ্ছে বোধহয়।

ছোট চাচি তো চিটাগাং গেছেন।

কবে গেল ?

গতকাল। টেলিফোন করা হয়েছে, এসে পড়বেন।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

দেখ কাণ্ড, এত বড় একজন রোগী আর বাড়ির বউ ফট করে চিটাগাং চলে গেল।

কাল দাদার শরীর ভালেই ছিল, হাঁটাহাঁটিও করেছেন।

চিটাগাং কী জন্য গিয়েছে জানিস কিছু ?

উনার ভাইয়ের বিয়ের কথা হচ্ছে, মেয়ে দেখতে গিয়েছেন।

ফুপু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ফরিদের জন্য একটা মেয়ে দেখলাম আজ সকালে। হাইকোর্টের জাস্টিসের মেয়ে।

কেমন দেখলেন ?

মন্দ না।

নওয়াব ফ্যামিলির একটা দেখেছিলেন, সেটার কী হলো ? খাজা ওয়াসিউদ্দিন না গিয়াসউদ্দিনের নাতনি।

ফুপু তার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বললেন, এইখানে একটা মেয়ে দেখলাম হলুদ রঙের শাড়ি পরা। দাদার ঘরে বসে আছে। মেয়েটা কে ?

নীলু।

নীলু কে ?

আমাদের ভাড়াটের মেয়ে। আগেও তো দেখেছেন।

কই মনে পড়ছে না তো। মেয়েটা দেখতে মন্দ না।

হুঁ।

পড়াশোনা কী করে ?

খুব ভালো ছাত্রী। চারটা লেটার পেয়েছে মেট্রিকে।

তাই নাকি ? কোন কলেজে আছে ?

বখশিবাজার কলেজে পড়ে।

ডাক তো দেখি মেয়েটাকে— কথা বলি।

কী কথা বলবে ? তুমি বরং দাদার ঘরে গিয়ে বসো।

তুই গিয়ে বল না— ফুপু ডাকছে।

এখানে আসতে বলব ?

হুঁ। চেয়ার দিয়ে যা, বসি এখানে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে।

চেয়ারে বসতে বসতে বসতে ফুপু বললেন, প্রেম ফ্রেম করে না তো আবার ?

জানি না করে কি না।

করে নির্ঘাৎ, গরিবের মেয়েগুলি হাড়বজ্জাত হয়।

ফুপুকে দেখে মনে হলো বাবার প্রসঙ্গ আর কিছুই তার মনে নেই।

নীলুকে পাওয়া গেল না। রমিজ সাহেব শুধু বসে আছেন, সারা রাতই সম্ভবত বসে থাকবেন। আমাকে বললেন, একটু মনে হচ্ছে বেটার।

আমার চোখে বেটার মনে হলো না। দৃষ্টি উদভ্রান্ত। বেশ বোঝা যাচ্ছে নিঃশ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। প্রদ্যুৎ বাবু বললেন, অক্সিজেন দিতে হবে। একটা অক্সিজেন ইউনিটের ব্যবস্থা করা দরকার। নাকি হাসপাতালে নিতে চান ?

বড় চাচা আমার দিকে তাকালেন। অর্থাৎ উত্তরটা শুনতে চান আমার মুখ থেকে। তার নিজের কোনোরকম সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। আমি চুপ করে রইলাম।

বড় চাচা বললেন, তোর বাবাকে বরং জিজ্ঞেস করে আসি, কি বলিস ?

জিজ্ঞেস করে আসেন। ছোট চাচা কোথায় ?

এইখানেই তো ছিল।

বড় চাচা উঠে গেলেন। আমি দেখলাম শাহানা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। শাহানার একটা অভ্যাস— সে পুরুষদের মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে পারে। আমি তার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, নীলু কোথায় ?

চা আনতে গেছে।

চা হচ্ছে নাকি।

হুঁ। সবাই রাত জাগবে, চা ছাড়া হবে কীভাবে ?

চা হলে ভালোই হয়।

শাহানা শুকনো গলায় বলল, নীলুকে খোঁজ করছিস কেন ?

আমি খোঁজ করছি না। ফুপু ডাকছেন।

কেন ?

আমি কী করে বলব ?

আমি ঘর ছেড়ে বের হয়ে এলাম। শাহানা এলো আমার পিছু পিছু।

সিঁড়ি পর্যন্ত আসতেই শাহানা বলল, আস্তে হাঁট, আমি দোতালায় যাব। একা একা ভয় লাগে।

তোমার তো ভয়টয় নাই বলেই জানতাম।

শাহানা মৃদু স্বরে বলল, ছোট মামা বলছিলেন বারান্দার বাতি নাকি বার বার নিভে যাচ্ছে।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

তাই কি ?

হুঁ। তাছাড়া ছোট মামা সিঁড়ির কাছে কালো কী একটা দেখেছেন।

কী ? ভূত ?

হতে পারে। মানুষের মৃত্যুর সময় অনেক অশরীরী জিনিস ভিড় করে।

আমি শব্দ করে হাসলাম।

বারান্দা অন্ধকার। আলো থেকে আসবার জন্যই হয়তো কিছুই চোখে পড়ছে না। শাহানা বলল, বড় ভয় লাগছে। তার কথা শেষ হবার আগেই কাছে কোথাও একটা শব্দ হলো। শাহানা ঝাপ্টে ধরল আমাকে। তার গায়ে একটি হালকা মিষ্টি গন্ধ যা শুধু মেয়েদের গায়েই থাকে।

আমি চাপা গলায় বললাম, বাতাসে দরজা নড়ছে, ভূতটুত কিছু না।

শাহানা সংবিৎ পেয়ে ঝট করে সরে গেল। হুড়মুড় করে ছুটে গেল রান্নাঘরের দিকে। রান্নাঘরের চৌকাঠটি উঁচু, প্রচণ্ড একটি হোঁচট খেল সেখানে। আকবরের মা ছুটে এলো রান্নাঘর থেকে, কী হইছে ? কী হইছে গো ?

শাহানা এরকম করল কেন কে জানে ? আমি অচেনা অজানা কেউ না। ভয় পেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলে কিছুই যায় আসে না।

মেয়েরা প্রায় সময়ই মনগড়া অনেক ব্যাপারে কষ্ট পেয়ে অদ্ভুত আচরণ করে। শাহানা সে-রকম মেয়ে নয়। সে খুব শক্ত ধরনের মেয়ে।

আমার ফুপু (মেজো) যখন মারা যান তখন শাহানার বয়স মাত্র সাত। মেজো ফুপা সে বছরই আবার বিয়ে করেন। বাবার বিয়ে মেয়েদের দেখতে নেই, কাজেই শাহানা সাময়িকভাবে মামা বাড়ি থাকতে এসে স্থায়ী হয়ে যায়। মা মরা একটি মেয়েকে আদর সোহাগ দেখাবার জন্যে এ বাড়ির সবাই ব্যস্ত ছিল।

ছোটবেলায় শাহানার যত্ন দেখে আমি এবং বাবু ভাই দারুণ ঈর্ষা বোধ করতাম।

পৃথিবীতে কিছু কিছু মানুষ সম্ভবত কষ্ট পাবার জন্যেই জন্মায়। টাকা পয়সার কষ্ট নয়— মানসিক কষ্ট। শাহানা সেইরকম একটি মেয়ে। তার বিয়ে হয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। ছেলে মেডিকেল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। জামিল হাসান। দারুণ ফুর্তিবাজ ছেলে। রাতদিন কোনো না কোনো বদ মতলব তার মাথায় ঘুরছে। একবার একটা মানুষের খুলি কালো সুতায় ফ্যানের হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল। বড় চাচা কী একটা কাজে ঘরে ঢুকে ভিরমি খেলেন, মুখ দিয়ে ফেনা ....

মুক্তিযুদ্ধের সেই মাসগুলি জামিল ভাইকে নিয়ে চমৎকার কাটছিল, কিন্তু একদিন জামিল ভাই আর আসে না। কী একটা বই আনতে টিকাটুলি গিয়েছিল, দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবে এরকম কথা— কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া গেল না। একটি লোক দিনে-দুপুরে হারিয়ে গেল।

জামিল ভাইয়ের জন্যে দীর্ঘ ন'বছর অপেক্ষা করলাম আমরা। ন'বছর পর আবার শাহানার বিয়ে দেয়া হলো। এবারের ছেলেটি গম্ভীর প্রকৃতির। নিচু স্বরে কথা বলে। বইপত্রের পোকা। দাদার ছেলেটাকে অত্যন্ত পছন্দ হলো। কিন্তু ছেলেটির হয়তো পছন্দ হলো না শাহানাকে কিংবা অন্যকিছু। সে চলে গেল সুইডেনে, সেখান থেকে নেদারল্যান্ডে। মাঝে মধ্যে হঠাৎ চিঠি আসত তার। যোগাযোগ বলতে এই পর্যন্ত। সেও আজ প্রায় চার বছর হতে চলল। শাহানা অত্যন্ত শক্ত ধাঁচের মেয়ে। সে কেঁদে বুক ভাসাল না। কিছুই করল না। এমনভাবে থাকতে লাগল যেন এটাই স্বাভাবিক। আজ এরকম করল কেন ? ভয় পেয়ে যদি আমাকে ঝাপ্টে ধরে তাতে এতটা বিচলিত হবার কী আছে ? আমি বারান্দার অন্ধকারে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বাবু ভাইয়ের ঘরে ঢুকে পড়লাম। বাবু ভাই ঠিক আগের জায়গাতেই বসে আছে। ঘরে মিষ্টি গন্ধ। অন্ধকারে মানুষ ফিসফিস করে কথা বলে। আমি গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে ডাকলাম।

বাবু ভাই!

হুঁ।

সবটা শেষ করে ফেলেছ নাকি ?

হুঁ।

কী সর্বনাশ!

সর্বনাশের কী আছে ?

তুমি আজ একটা কেলেঙ্কারি করবে বাবু ভাই।

কেলেঙ্কারির কিছু নাই। তুই বস, তোর সাথে কথা আছে।

আমি বসলাম। বাবু ভাই শান্তস্বরে বলল, একটা ব্যাপার হয়েছে।

কী ব্যাপার ?

মিনিট দশেক আগে এই ঘরে একজন কেউ এসেছিল। সামনের চেয়ারটায় বসেছিল।

কে সে ?

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

চিনি না। বুড়ো মতো লোক, খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

অন্ধকারে তুমি খোঁচা খোঁচা দেখলে কীভাবে ?

কীভাবে দেখলাম জানি না, তবে দেখলাম।

কতক্ষণ ছিল সে লোক ?

খুব অল্প সময়।

আমি সিগারেট ধরিয়ে হালকা স্বরে বললাম, তোমার নেশা হয়েছে। আর খেয়ো না।

নেশাটেশা হয় নি। এ লোকটাকে দেখার পরই বোতল শেষ করেছি। এর আগে যা খেয়েছি তাতে একটা চড়ুই পাখিরও কিছু হয় না।

মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছ ?

না, ভয় পাই নি।

লোকটা কি চোখের সামনে মিলিয়ে গেল ?

বাবু ভাই কোনো জবাব দিল না। আমি বললাম, চা খাবে নাকি ? চা হচ্ছে।

খেতে পারি।

বাল্বটা লাগিয়ে ফেলব বাবু ভাই ?

বাল্ব লাগাবি কেন ?

তুমি যেমন ভূতটুত দেখা শুরু করেছ।

বাবু ভাই হেসে উঠল।

অন্ধকারে পা টিপে টিপে যেতে আমার নিজের একটু গা ছমছম করতে লাগল। মানুষের অদিমতম সঙ্গী ভয়, সুযোগ পেলেই কোনো এক অন্ধকার গুহা থেকে উঠে আসে। আমাদের সমস্ত বোধ আচ্ছন্ন করে দেয়। বারান্দায় পা রাখতেই বড় চাচা চেঁচিয়ে উঠলেন, কে কে ?

চাচা আমি।

বারান্দার বাতি গেল কোথায় ? একটু আগে বাল্ব দিয়েছি।

আমি চুপ করে রইলাম।

একটা বাল্ব এনে লাগা তো।

লাগাচ্ছি।

বড় চাচা সিঁড়ি দিয়ে অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে নেমে গেলেন। বড় চাচা ভয় পাচ্ছেন। কিসের ভয় ?

রান্নাঘরে নীলুকে পাওয়া গেল। বিরাট এক কেতলি চা বানিয়ে চিনি ঢালছে।

নীলু।

জি।

মগবাজারের ফুপু তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। একতলার বারান্দায় চেয়ারে বসে আছেন, মোটা মতো।

জি আমি চিনি।

সে চায়ের কেতলি হাতে উঠে দাঁড়াল। আমি বললাম, আকবরের মা'র কাছে দাও না, নিয়ে যাবে।

আকবরের মা নিচে গেছে। আমি নিতে পারব।

বারান্দা খুব অন্ধকার, তাছাড়া ভূত দেখা গেছে। বাবু ভাই একটা ভূত দেখেছে, বুড়োমতো একটা লোক খোঁচা খোঁচা দাড়ি।

নীলু কিছু বলল না। হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম তার চোখ ভেজা।

কী হয়েছে রে ?

কিছু হয় নাই।

চোখে পানি। কেউ কিছু বলেছে নাকি ?

জি-না। কে আবার কী বলবে ?

হঠাৎ আমার মনে হলো মগবাজারের ফুপুর যদি নীলুকে পছন্দ হয় তাহলে মন্দ হয় না। ফরিদ ভাই ছেলেটি ভালো। নীলু সুখীই হবে। তাছাড়া সুখী হবার প্রধান উপকরণ হচ্ছে টাকা-পয়সা যা ফুপুদের প্রচুর আছে।

নীলু বলল, ফুপু আমাকে কী জন্যে ডাকছেন জানেন ?

জানি। তাঁর ছেলের জন্যে মেয়ে দেখছেন। সুন্দরী মেয়ে হলেই তিনি কথাবার্তা বলে দেখেন চলবে কি না।

নীলু শান্তস্বরে বলল, আমার মতো গরিব মেয়েদের আপনার ফুপু দেখবেন ঠিকই কিন্তু বিয়ে দেবার সময় বিয়ে দেবেন তাদের মতো একটা বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে।

আমি বেশ অবাক হলাম। কলেজে উঠে মেয়েটি কথা বলতে শিখেছে।

নীলু চায়ের কেতলি হাতে নিচে নেমে গেল।

দাদার ঘরে ঢুকেই একটা হালকা অথচ তীক্ষ্ণ গন্ধ পাওয়া গেল। মৃত্যুর গন্ধ। আমার ভুল হবার কথা নয়। মা যে-রাতে মারা যান সে-রাতে আমি মৃত্যুর

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

গন্ধ পেয়েছিলাম। তিনি তখন দিব্যি ভালো মানুষ। অসুখ সেরে গেছে। দুপুরবেলা বারান্দায় খানিকক্ষণ বসেও ছিলেন। সন্ধ্যাবেলা খবরের কাগজ পড়তে চাইলেন। খুঁজে পেতে ভেতরের দুটি পাতা পাওয়া গেল। আমি দেখলাম তিনি মন দিয়ে সিনেমার পাতা দেখছেন। যে রোগী সিনেমার পাতা পড়ে তার রোগ সেরে গেছে ধরে নেয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি বিচলিত বোধ করতে লাগলাম। কেমন যেন অন্যরকম একটা গন্ধ ঘরে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ।

মা বললেন, পাবদা মাছ খেতে ইচ্ছে করছে। টগর, তুই দেখিস তো পাবদা মাছ পাওয়া যায় কি না।

আমি তার জবাব না দিয়ে বললাম, একটা গন্ধ পাচ্ছ মা ?

কী রকম গন্ধ ?

অন্যরকম, অচেনা।

অডিকোলন দিয়েছি কপালে, তার গন্ধ বোধহয়।

অডিকোলনের মিষ্টি গন্ধের সাথে তার মিল আছে, কিন্তু অডিকোলন নয়। এ অন্য জিনিস। একটা অচেনা গন্ধ।

দাদাকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। কেমন যেন কুৎসিত। যেন কিছু একটা তাঁকে ছেড়ে যাচ্ছে। কী সেটা ? আত্মা ?

তিনি আবার আগের মতো টেনে শ্বাস নিচ্ছেন। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছেন। তাঁর তাকাবার ভঙ্গি দেখে মনে হলো কোনো কিছু চিনতে পারছেন না। যেন নিতান্ত অপরিচিত একটি জায়গায় হঠাৎ গিয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখে গভীর আতঙ্কের ছাপ। নিদারুণ একটি ভয়। কিসের জন্যে এই ভয় ? কাকে ভয় ?

ডাক্তার প্রদ্যুৎ বাবু চেয়ারের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমের ভঙ্গিটা কুৎসিত। ছোট শিশুদের মতো হাঁ করে ঘুম। জিভটা আবার ক্ষণে ক্ষণে নড়ছে। রমিজ সাহেবকে দেখলাম না। তিনি সম্ভবত অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে গিয়েছেন। বাবা নেমে এসেছেন। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের প্রতীক হিসেবে হাতে একটা পত্রিকা ধরে ঢুকেছেন। রোগীর কারণে নয়, বাবার উপস্থিতির জন্যই সবাই কথা বলছে নিচু গলায়। আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই বাবা বললেন, তোমার ছোট ফুপু এখনো আসছেন না কেন খোঁজ নাও। [বাবা কখনো কাউকে 'তুই' বলেন না এবং যে-কোনো কথা এমনভাবে বলেন যেন মনে হয় এটিই শেষ।]

আমাদের টেলিফোন ঠিক নেই।

আমি নিচে নামার আগেই ড. ওয়াদুদকে টেলিফোন করে এসেছি। টেলিফোন ঠিক নেই কথাটা ভুল। না জেনে কিছু বলবে না।

বাবা গম্ভীর মুখে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন যেন কিছুই হয় নি। আমি পা টিপে চলে গেলাম তেতলায়। টেলিফোন বাবার শোবার ঘরে থাকে।

হ্যালো, ছোট ফুপু।

কে টগর ?

জি।

বাবার অবস্থা এখন কেমন ?

ভালো না। তুমি আসছ না কেন ?

আমি তো সেই কখন থেকে কাপড় টাপড় পরে বসে আছি। দু'বার টেলিফোন করলাম, রিং হয় কিন্তু কেউ ধরে না।

আমরা সবাই নিচে, সেজন্যেই কেউ ধরে না। কাপড় পরে বসে আছ, আসছ না কেন ?

তোমার ফুপার জন্যে অপেক্ষা করছি। সে একজন কোরআনে হাফেজকে আনতে গেছে। বাবাকে তওবা করাবে, দোয়াটোয়া পড়বে।

তওবা কী জন্যে ?

মরবার আগে তওবা করতে হয় না ?

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

মরবার আগে যদি তওবা করতে হয় তাহলে সেটা মৃত্যুর কাছে পরাজয় স্বীকার করার মতো। মৃত্যুপথযাত্রীর জন্যে সেটা নিশ্চয়ই একটা ভয়ানক ব্যাপার। জেনে ফেলা যে— আর আশা নেই, এবার যাত্রা শুরু করতে হবে সীমাহীন অন্ধকারের দিকে। যে মারা যাচ্ছে তার কাছ থেকে শেষ আশার মিটিমিটি প্রদীপটি কেড়ে নেয়া খুব অমানবিক কাজ। তাকে দেখাতে হবে— আমরা যুদ্ধ করে বাঁচি। মৃত্যু নামক হিংস্র পশুর সঙ্গে পশুর মতোই লড়ছি। বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সূচাগ্র মেদিনী।

কে যেন সিঁড়ি বেয়ে আসছে।

বড় ফুপু এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখ বিরক্তিতে কুঁচকানো। গাল ঘামে চকচক করছে।

একটামাত্র ফোন, সেটা আবার তেতলায়। এই বাড়ির লোকদের বুদ্ধিশুদ্ধি আর কোনোকালেই হবে না।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

কাকে ফোন করবেন ?

বড় ফুপু তার জবাব না দিয়ে ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন। কেউ সম্ভবত ধরছে না। তার মুখ আরো কুঁচকাতে লাগল।

এত বড় বাড়ি, টেলিফোন দুটো রাখা উচিত।

কেউ ধরছে না ফুপু ?

নাহ্।

মনে হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তিনটা বাজে।

আমি বলে এসেছি জেগে বসে থাকতে। নবাবজাদা গিয়ে শুয়ে পড়েছেন।

ফুপু আবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমি যাবার জন্য পা বাড়াতেই ইশারায় বললেন অপেক্ষা করতে।

আমি চেয়ার টেনে বসলাম। লাইন পাওয়া গেল না। ফুপুর মুখ পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল। মৃদুস্বরে বললাম, আমাকে কিছু বলবেন ?

হুঁ। ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বললাম।

কোন মেয়ে ?

নীলু। মেয়েটিকে তো ভালোই মনে হলো।

আপনার পছন্দ হয়েছে ? পাস করেছে পরীক্ষা ?

হাইট অবশ্যি কম, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির মতো হবে। কি বলিস ?

হতে পারে। মেপে দেখি নি কখনো।

দুই ইঞ্চি হিল পরলে ধরা যাবে না।

হুঁ।

অবশ্যি মেয়েটার আঙুলগুলি একটু মোটা। ওয়ার্কিং ক্লাসের মেয়েদের মতো।

তাই নাকি, আমি লক্ষ করি নি।

বড় ফুপু বললেন, সব মিলিয়ে তো পাওয়া যায় না। এই মেয়েটির একটা অবশ্যই ভালো দিক আছে, ছোট ফ্যামিলির মেয়ে, মাথা নিচু করে থাকবে সবসময়। শব্দটাও করবে না। কি বলিস, ঠিক না ?

অন্যরকমও হতে পারে। হয়তো ফোঁস করে উঠবে।

হুঁ।

গরিব আত্মীয়-স্বজনরা রাতদিন ভিড় করবে। স্পঞ্জের স্যান্ডেল পায়ে দিয়ে

পাকা কাঁঠাল হাতে আপনার ড্রইংরুমে এসে বসে থাকবে। পান খেয়ে এসট্রেতে পিক ফেলবে। নাক ঝাড়বে।

বড় ফুপু দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বললেন, মেয়েটির বাবা কী করে ?

জানি না কী করে।

সে-কী! তোদের ভাড়াটে, আর তোরা জানিস না কী করে ?

ভাড়াটে ফাড়াটে বোধহয় না। দাদা থাকতে দিয়েছিলেন, চক্ষুলজ্জায় পড়ে মাসে মাসে কিছু দিত।

বাড়ি কোথায় ?

কে জানে কোথায় ?

বাড়ি কোথায় সেটাও জানিস না ?

উঁহুঁ।

আমি মেয়েটিকে আমার মগবাজারের বাসায় যেতে বলেছি। বেড়াবার জন্যে।

আপনার তাহলে ভালোই পছন্দ হয়েছে।

বাড়ি কোথায় সেটা না জেনে বেড়াতে যাবার কথা বলা ঠিক হয় নি।

একটি মেয়ে ভালো কি মন্দ তার সাথে তার বাড়ির কোনো সম্পর্ক নেই।

আমার সাথে বাজে তর্ক করিস না। বাজে তর্ক জীবনে অনেক শুনেছি। তোর কাছ থেকে না শুনলেও চলবে।

বড় ফুপু টেলিফোন নিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এবার বোধহয় লাইন পাওয়া গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি শুনলাম বড় ফুপু চেঁচাচ্ছেন, ঘুমিয়ে পড়েছিলি ? ফাজলামির জায়গা পাস না। ছোটলোক কোথাকার। এক চড় দিয়ে...

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

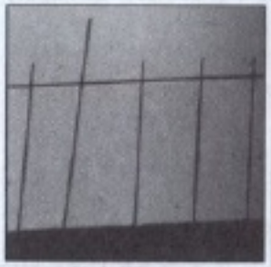

চা আনতে গিয়ে কোথায় উধাও হলি ?

চায়ের কথা আমার মনেই ছিল না। রাত জেগে শরীর খারাপ লাগছে। এসেছিলাম অন্ধকারে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব ভেবে। বাবু ভাই নিজেও দেখলাম শুয়ে আছে। গায়ে পাতলা একটা চাদর। বাবু ভাই ক্লান্ত স্বরে বলল, একটু যেন জ্বর জ্বর লাগছে রে।

বাবু ভাই, তুমি উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নিচে যাও।

নাহ্।

না কেন ?

কেউ মারা যাচ্ছে এটা দেখতে ভালো লাগে না। অনেকবার দেখেছি।

আমি চুপ করে রইলাম। বাবু ভাই নিচু গলায় বলল, মুখে আমরা অসংখ্যবার বলি মরতে তো হবেই কিন্তু সত্যি সত্যি মৃত্যু যখন আসে তখন মন টন ভেঙে যায়।

বাবু ভাই চাদর গায়ে উঠে বসল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমাদের হাতে একবার বেলুচ রেজিমেন্টের এক নন-কমিশন্ড অফিসার ধরা পড়ে গেল। হাবিলদার মেজর। ব্যাটাকে আমরা এগারো মাইল হাঁটিয়ে মেথিকান্দা নিয়ে আসলাম। ব্যাটার মনে কোনো ডর-ভয় নাই। সিগারেট দেই— ভুস ভুস করে টানে। চা দিয়েছি— শেষ করে আরেক কাপ চাইল। ব্যাটার সাহসের তারিফ করি মনে মনে।

নাম কী ছিল ?

নাম মনে নেই। নাম দিয়ে দরকার কী ?

এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

নাম বাহাদুর খাঁ। ঝিলামের এক গাঁয়ে বাড়ি। দুই ছেলে ছিল— একজন মটর মেকানিক, অন্যজন নেভিতে।

www.DeshiBoi.com

ও।

এইসব আমি মনে করতে চাই না। নামধাম দিয়ে কী হয় ?

আমি সিগারেট ধরালাম। ক্ষুধা বোধ হচ্ছে। ক্ষুধার সময় সিগারেট ভালো লাগে না। বমি বমি লাগে।

বাবু ভাই বলল, মেথিকান্দা পৌঁছেই শুনি নতুন করে মিলিটারি রিইনফোর্সমেন্ট আসছে। আমাদের এক্ষুণি পালাতে হবে। ঠিক করা হলো বাহাদুর খাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে না।

মেরে ফেলা হবে ?

হুঁ।

তারপর ?

ব্যাপারটা বুঝতে পারার পর এত বড় একটা সাহসী মানুষ ছরছর করে পেচ্ছাপ করে ফেলল, কথা জড়িয়ে গেল। উল্টাপাল্টা কথা বলতে লাগল।

তারপর ?

এর আবার তারপর কী ?

বাবু ভাই হঠাৎ রেগে গেল। তার সম্ভবত নেশা হয়েছে।

আমাদের অভ্যেসই হচ্ছে একটা তারপর খোঁজা। মৃত্যুর আবার তারপর কী ?

আমি জবাব দিলাম না।

বাবু ভাই সিগারেটে টান দিয়ে খক খক করে খুব কাশতে লাগল। কাশি থামলে কড়া গলায় বলল, আমি মরবার সময় একজন সাহসী মানুষের মতো মরব।

লাভ কী তাতে ?

লাভ-লোকসান জানি না। সব কিছুতেই লাভ-লোকসান খোঁজা মানুষের আরেকটি অভ্যাস। বাজে অভ্যাস।

তুমি শুধু শুধু রাগছ বাবু ভাই।

শুধু শুধু রাগছি ?

হুঁ।

টগর দেখ, তোকে আমি একটি কথা বলে রাখি— মরবার সময় আমি একজন সত্যিকার সাহসী মানুষের মতো মরব। আরো একজন বড় ডাক্তার আন— এই বলে হৈচৈ শুরু করব না।

Nirjoy

ভালো কথা। শুনে খুশি হলাম।

দরজার পাশে খুট করে শব্দ হলো। বাবু ভাই অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কে ? কে ?

আমি, আমি শাহানা। অন্ধকারে কী করছ ?

কিছু করছি না। তুমি কী চাও ?

ভেতরে আসব ?

না।

শাহানা চাপা স্বরে বলল, ঘর অন্ধকার করে বসে আছো কেন ?

তাতে কারোর তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

শাহানা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নানার জ্ঞান হয়েছে, তোমাকে খুঁজছে।

ঠিক আছে যাব।

শাহানা কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বলল, ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে গেলে ভালো হয়।

শাহানা নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। বাবু ভাই অস্পষ্ট স্বরে বলল, বেশ তেজি মেয়ে। ঠিক না ?

হুঁ। একজন মেয়েমানুষের মধ্যে এরকম তেজ দেখা যায় না।

হুঁ।

বাবু ভাই বিছানা থেকে নামল। ক্লান্তস্বরে বলল, শরীর খারাপ লাগছে। গলায় আঙুল দিয়ে বমি করব।

যা করবার তাড়াতাড়ি কর, দাদা তোমাকে ডাকছে।

তোকে আরেকটা কথা বলতে চাই। বেশ জরুরি।

পরে বলবে।

কথাটা শাহানা প্রসঙ্গে।

দাঁড়িয়ে থাকলেই বাবু ভাই কথা বলবে। আমি নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম।

www.DeshiBoi.com

শাহানা প্রসঙ্গে বাবু ভাইয়ের কী বলার থাকতে পারে তা ঠিক বোঝা গেল না। শাহানা এই জাতীয় মেয়ে যাদের প্রসঙ্গে কারোর কিছু বলার থাকে না। এদের চোখের দৃষ্টি হয় শীতল, হৃদয়ও থাকে শীতল। এরা শান্ত ভঙ্গিতে সংসারের ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করে। আমাদের বুড়ো সম্রাট শাহজাহানের কাছে

সারা দুপুর বসে থাকে জাহানারা সেজে। যখনই প্রয়োজন মনে করে তখনি গলার স্বর অস্বাভাবিক শীতল করে আমাকে উপদেশ দিতে আসে। যেমন দিন সাতেক আগে হঠাৎ আমাকে এসে বলল, গতকাল নীলুর সঙ্গে কী কথা হচ্ছিল তোমার ?

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, কেন ?

দেখলাম নীলু খুব হাসছে।

জোক বলছিলাম একটা। মজার গল্প।

কী জোক ?

তার দরকারটা কী ?

দরকার আছে। একটা কাঁচা বয়সের মেয়ে। ওর সঙ্গে তোমার এত মাখামাখি করা ঠিক না।

অসুবিধাটা কোথায় ?

অল্প বয়েসী মেয়েরা অতি সহজেই উইকনেস গ্রো করিয়ে ফেলে এবং পরে কষ্ট পায়। গরিব দুঃখী মানুষের মেয়ে, এদের নিয়ে ছেলেখেলা করা ঠিক না।

তাই বুঝি ?

হুঁ।

শাহানা আমাকে দ্বিতীয় কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উঠে চলে গেল।

রাগে গা জ্বলতে লাগল আমার।

www.DeshiBoi.com

Nirjoy

ট ফুপু চলে এসেছেন। সঙ্গে অল্প বয়স্ক মৌলবি একজন। লোকটির মাথায় ..তের একটা টুপি। অত্যন্ত ফরসা একটা পাঞ্জাবি আছে গায়ে। (এই জাতীয় লোকদের গায়ে সাধারণত এত ফরসা জামাকাপড় থাকে না।) পায়ে স্পঞ্জের স্যান্ডেলের বদলে পরিষ্কার একজোড়া চটি জুতা। লোকটি বারান্দায় একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট নাড়ছে। দেখে বোঝা যায় কিছু একটা পড়ছে মনে মনে। আমাকে দেখে অত্যন্ত পরিচিত ভঙ্গিতে বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম। ভালো আছেন ?

আমি জবাব না দিয়ে দাদার ঘরে ঢুকে পড়লাম।

ঘরভর্তি মানুষ। দাদা আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, কে ? বাবু ?

জি-না, আমি টগর।

ও তুই। বাবু কই ?

আসছে।

বড় চাচা হুংকার দিয়ে উঠলেন— লাট সাহেবের হয়েছেটা কী, এতক্ষণ লাগে ?

দাদা শান্ত স্বরে বললেন, চিৎকার করিস না। আসুক ধীরে সুস্থে। তাড়া নেই কোনো।

ছোট চাচা বললেন, আমার শখ ছিল বাবুর একটা বিয়ে দিয়ে যাই।

বড় ফুপু সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বাবু এখন বিয়ে করবে কী ? রোজগারপাতি কোথায় ?

দাদা বিরক্ত চোখে তাকালেন।

বড় ফুপু বললেন, ফরিদের বিয়ে দেয়া দরকার। ওর বিয়েটা নিজে দাঁড়িয়ে দিয়ে যান। আপনার শরীরটা একটু সুস্থ হলেই কথাবার্তা ফাইনাল করব। জাস্টিস বি করিম সাহেবের ছোট মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে...

দাদা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বাবু কোথায় ?

তাঁর ফরসা কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে, নিঃশ্বাস নিতে বোধহয় কষ্ট হওয়া শুরু হয়েছে আবার।

দাদা বললেন, তোমরা কেউ একটা গামছা দিয়ে মুখটা মুছিয়ে দাও।

ছোট ফুপু দৌড়ে রুমাল ভিজিয়ে আনলেন।

প্রদ্যোৎ বাবু বললেন, শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ?

হুঁ।

অক্সিজেনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অক্সিজেন দেয়া শুরু হলেই আরাম হবে।

ডাক্তার, শান্তিতে মরতে দাও। ঝামেলা করবে না।

ছোট ফুপু বললেন, এইসব কথা কেন বলছেন বাবা ?

মা, সময় শেষ হয়ে এসেছে।

ছোট ফুপু চোখ মুছতে লাগলেন। বাবু ভাই এলেন সেই সময়। দাদা হাত ইশারা করলেন। বসতে বললেন তাঁর কাছে। ক্লান্ত স্বরে বললেন, সবাই আছে এইখানে ?

বড় চাচি বললেন, জি আছে।

দাদা মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। ছোটন কোথায় ?

ছোটন হচ্ছে আমার ছোট চাচি, দাদার খুব প্রিয়পাত্রী।

বড় ফুপু বললেন, ছোটন গেছে চিটাগাং। কী যে এদের কাণ্ড। এমন অসুখ-বিসুখের মধ্যে কেউ বাইরে যায় ?

ছোট চাচা বললেন, সে কাল আসবে।

দাদা বললেন, কাল পর্যন্ত আমার সময় নাই। তোমরা কেউ গিয়ে আলমারি খোলো।

বড় ফুপু বললেন, বাইরের লোকজন না থাকাই ভালো। এই মেয়ে, নীলু না তোমার নাম ? তুমি যাও।

দাদার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। তিনি কিছুই বললেন না। প্রদ্যুৎ বাবুও উঠে দাঁড়ালেন— আমি বারান্দায় গিয়ে বসছি।

আলমারি খোলা গেল না। বড় চাচা এদিক সেদিক নানাভাবে চাবি ঘুরালেন। দরজা ঝাঁকালেন। কিছুতেই কিছু হলো না।

দাদা ক্লান্ত স্বরে বললেন, তুই কোনোদিনই কিছু পারলি না। চাবিটা রহমানের কাছে দে।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

বড় চাচা চাবি দিলেন না। আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন আলমারির দরজার গায়ে, যেন এটা খোলার উপর তাঁর বাঁচা-মরা নির্ভর করছে। দেখতে দেখতে তার কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। বড় ফুপু অধৈর্য হয়ে বললেন, দেখি চাবিটা আমার কাছে।

বড় চাচা দিলেন না। চোখ ছোট করে তাকালেন। যেন কথাবার্তা কিছু বুঝতে পারছেন না।

বাবু ভাই বললেন, ফুপু, বাবাকে খুলতে দিন।

বড় ফুপু ফোঁস করে উঠলেন, সে এটা খুলবে কীভাবে ? তার সে বুদ্ধি থাকলে তো কাজই হতো।

একটা সামান্য ব্যাপারে আবহাওয়া বদলে গেল। বড় চাচা এমন করতে লাগলেন যেন স্টিলের আলমারি খুলতেই হবে। আমি লক্ষ করলাম তাঁর হাত কাঁপছে। ফুপু বিরক্তির একটা শব্দ করলেন। বড় চাচার চোখের দৃষ্টি অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মতো হয়ে গেল। জীবনে তিনি অসংখ্যবার পরাজিত হয়েছেন। কখনো কিছুমাত্র বিচলিত হন নি। আজ তাঁর এরকম হচ্ছে কেন কে জানে ?

তুলনামূলকভাবে দাদা অনেক স্বাভাবিক। তিনি যেন কৌতূহলী হয়ে বড় চাচার কাণ্ড লক্ষ করছেন। বড় চাচা এক সময় ছুটে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। দাদা লম্বা একটি নিঃশ্বাস ফেলে মিনুকে ডাকতে লাগলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বদলে গেল। মনে হলো তিনি যেন স্পষ্ট দেখছেন— মিনু ছোট ছোট পা ফেলে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছেন। দাদা অবাক বিস্ময়ে তার হারিয়ে যাওয়া মেয়েকে দেখছেন। তিনি একবার বললেন, কেমন আছ আম্মা বেটি ?

বলার পর পরই দাদার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন মেয়েটি চমৎকার কোনো উত্তর দিয়েছে। আমার একটু ভয় করতে লাগল। বাবু ভাই বললেন, ডাক্তার সাহেবকে ডাকা দরকার।

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দাদা হাঁপাতে শুরু করলেন। অদ্ভুত একটা শিস দেবার মতো শব্দ হতে লাগল। প্রদ্যুৎ বাবু দৌড়ে ঘরে এসে ঢুকলেন। বাইরে গাড়ির শব্দ হলো। অক্সিজেন ইউনিট নিয়ে ওরা বোধহয় এসে পড়েছে। আমি বাবু ভাইয়ের পেছনে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। মৌলবি লোকটি তখনো চেয়ারে ঠিক আগের মতো বসে আছে। দোয়া টোয়া পড়ছে হয়তো। তার ঠোঁট কাঁপছে দ্রুত ভঙ্গিতে। বাবু ভাই কড়া গলায় বলল, কে আপনি ?

লোকটি হকচকিয়ে গেল। বাবু ভাই দ্বিতীয়বার বলল, কে আপনি ?

প্রশ্নের উগ্র ধরন দেখেই হয়তো লোকটি অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল।

আমি বললাম, উনি একজন কোরআনে হাফেজ।

কোরআনে হাফেজ ? গোটা কোরআন শরীফটা মুখস্থ করেছেন ?

জি জনাব।

কী উদ্দেশ্যে করেছেন ?

বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে করি নাই।

বাবু ভাই বিরক্তির স্বরে বললেন, এক সময় এটার দরকার ছিল। মুখস্থ করে মনে রাখতে হতো, কিন্তু এখন আর দরকার নেই। কোরআন শরীফ পাওয়া যায়। বুঝলেন ?

জি বুঝলাম। তবে জনাব, শখ করে অনেকে অনেক কিছু করে। আমি একজনকে চিনতাম। সে একটা গোটা কবিতার বই মুখস্থ করেছিল।

বাবু ভাই একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। লোকটি মৃদু স্বরে বলল, শখ করে অনেকে অনেক কিছু করে।

আপনি ঠিক বলেছেন। কিছু মনে করবেন না।

জি-না, কিছু মনে করি নাই।

আপনার নাম কী ?

মোহাম্মদ ইসমাইল।

ইসমাইল সাহেব, আপনাকে চা দিয়েছে ?

আমি চা খাই না।

আপনি কি আমার দাদার জন্য দোয়া করছেন ?

জি জনাব করছি, আপনারাও করেন।

ইসমাইল সাহেব বসে পড়লেন। অপূর্ব সুরেলা গলায় কোরআন পড়তে শুরু করলেন। যার এত সুন্দর গলা তিনি কেন এতক্ষণ মনে মনে পড়ছিলেন ? বাবু ভাই অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। শাহানাও ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়াল। সে মাথায় কাপড় দিয়েছে। সে দেখলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বাবু ভাইয়ের দিকে। যেন কিছু বুঝতে চেষ্টা করছে।

ঘরের ভেতর থেকে দাদার গলা শোনা গেল। অন্যরকম আওয়াজ। শুনলেই মনে হয় তাঁর বুকের উপর পাথরের মতো ভারি কিছু একটা চেপে বসেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও সেটা সরানো যাচ্ছে না।

ছোট ফুপু কাঁদতে শুরু করেছেন। এই প্রথম বোধহয় এ বাড়ির কেউ কাঁদল। কান্না খুব ছোঁয়াচে। এক্ষুণি অন্য সবাই একে একে কাঁদতে শুরু করবে।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

আমাদের এ বাড়িতে কোনো শিশু নেই। কেউ এখানে কাঁদে না। দীর্ঘদিন পর এ বাড়ির মানুষেরা চোখ মুছবে।

ছোট ফুপু পাংশু মুখে বাইরে এসে বললেন, টগর, একটা জায়নামাজ দে তো, নিরিবিলিতে একটা খতম পড়ব।

আমি বললাম, ফুপা আসবেন না ?

আসবে হয়তো। খবর পেয়েছে।

কোথায় বসে দোয়া পড়তে চান ? তিন তলায় যাবেন ? কেউ নেই কিন্তু তিন তলায়।

তাতে কী হয়েছে ?

ভয়টয় পেতে পারেন।

ভয় পাব কী জন্য ? কী সব কথাবার্তা বলিস!

ছোট ফুপু অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। আমাদের এই বংশের সবাই অল্পতে বিরক্ত হয়। অল্পতে রেগে ওঠে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ছোট ফুপু বললেন, বাবা আজ রাতেই মারা যাবেন।

কেমন করে বলছেন ?

ঘরে ঢুকেই আমার মনে হলো। ঘরে মৃত্যু বসে আছে।

আমি চুপ করে রইলাম। ছোট ফুপু বললেন, কবিরের এই দোঁহাটা পড়েছিস।

কোনটা ?

জন্মের সময় শিশুটি কাঁদে, তার আশেপাশের সবাই আনন্দে হাসে। আর মৃত্যুর সময় যে মারা যাচ্ছে সে হাসে, অন্য সবাই কাঁদে।

কথাটা ঠিক নয় ফুপু।

ঠিক না ? ঠিক না কেন ?

যে মারা যাচ্ছে সে আরো বেশি কাঁদে। কেউ মরতে চায় না।

ছোট ফুপু উত্তর দিলেন না। তবে তিনি বিরক্ত হয়েছেন বোঝা যাচ্ছে। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত। চোখ তীক্ষ্ণ।

www.DeshiBoi.com

তেতলায় গিয়ে ফুপুর ভাবান্তর হলো। আমার মনে হলো তিনি একটুখানি ভয় পেলেন। আমাকে বললেন— উপরটা দেখি খুব চুপচাপ। কেউ নেই মনে হচ্ছে।

জি, সবাই নিচে।

তুই বারান্দায় একটু বসে থাক, দোয়াটা পড়তে আমার বেশি সময় লাগবে না।

ঠিক আছে বসছি।

বারান্দায় এসে বসামাত্র ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। আকাশে যে মেঘ করেছে লক্ষই করি নি। দমকা বাতাস দিতে লাগল। পাঁচটা কাঠি নষ্ট করবার পর সিগারেট ধরানো গেল। বসে থেকে শুনলাম ছোট ফুপু উঁচু গলায় কী একটা দোয়া পড়ছেন। বেশ কিছুদিন ধরেই ছোট ফুপু ধর্মটর্ম নিয়ে অস্বাভাবিক ঝুঁকেছেন। দু'বার গিয়েছেন আজমীর শরীফ। মগবাজারের কোনো এক পীর সাহেবের কাছে মুরিদ হয়েছেন। ঘোমটা ছাড়া কোথাও বের হন না। ধর্মে এই অস্বাভাবিক মতির পেছনের কারণ হচ্ছে আমাদের ছোট ফুপা।

একদিন খবরের কাগজে একটা বেশ রগরগে খবর ছাপা হলো। তের বৎসরের বালিকা পরিচারিকা ধর্ষণের দায়ে গৃহস্বামী গ্রেফতার। প্রথম পৃষ্ঠায় পুরা দুই কলাম জুড়ে খবর। অর্ধেক পড়বার পর আঁতকে উঠতে হলো— গৃহস্বামী আমাদের ছোট ফুপা। কোনো পরিচিত ব্যক্তির সম্পর্কে এই ধরনের খবর ছাপা হতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। কী সর্বনাশ!

ছোট ফুপু দশটার দিকে এসে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে ব্যাপারটা একটা ষড়যন্ত্র। ফুপু নাকি সে-রাতে সন্ধ্যা থেকেই তাঁর সঙ্গে ছিলেন। ছোট ফুপু এত চোখের জল ফেলতে লাগলেন যে আমরা প্রায় বিশ্বাস করে ফেললাম ব্যাপারটা ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দাদা গম্ভীর স্বরে বললেন, এ হারামজাদাটা যেন আমি জীবিত থাকা অবস্থায় এ বাড়ি না আসে। ছোট ফুপু কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না ?

দাদা বললেন, তুইও আসবি না এ বাড়িতে।

ফুপার কিছুই হলো না। হবার কথাও নয়। ফুপাদের এত টাকা-পয়সা যে এইসব ছোটখাট জিনিস তাদের স্পর্শ করতে পারে না। ঝামেলা হয় গরিবদের। বড়লোকদের ঝামেলা কী ?

ফুপার সঙ্গে দেখা হলে দারুণ একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে এই ভেবে আমি এবং বাবু ভাই ধানমণ্ডি এলাকা দিয়ে যাওয়া আসাই বন্ধ করে দিলাম। এর পরপরই খবর পেলাম ছোট ফুপা নাকি মগবাজারের কোন এক পীরের কাছে যাওয়া আসা করছেন।

www.DeshiBoi.com

Nirjoy

তেতলা থেকে নিচে নেমেই বাবু ভাইয়ের দেখা পেলাম। তিনি ইসমাইল সাহেবের সঙ্গে নিচু স্বরে কী যেন বলছেন। ইসমাইল সাহেবের মুখটি হাসিহাসি। কোনো রসিকতা হচ্ছে কি ? আমি কৌতূহলী হয়ে বাবু ভাইয়ের পাশে দাঁড়াতেই ছোট চাচা পাংশু মুখে বাইরে এসে বললেন, ড. ওয়াদুদকে একবার নিয়ে আসা দরকার। বাবু, তুই গাড়ি নিয়ে যা। উনি বলেছেন অবস্থা খারাপ হলে ডাকতে। বাসা চিনিস তো ?

চিনি।

ড্রাইভার ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। ডেকে তোল। ঘুমের কারোর আর মা-বাপ নাই দেখি। টগরকে সঙ্গে নিয়ে যা।

বাবু ভাই ড্রাইভারকে ডাকল না। নিজেই গাড়ি বের করল। ভারি গলায় বলল, কটা বাজে দেখ তো ?

একটা পঁয়ত্রিশ।

বাবু ভাই সাধারণত অত্যন্ত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায় কিন্তু জনশূন্য রাস্তাতেও তাঁর গাড়ি চলছে খুব ধীর গতিতে। যেন কোনো তাড়া নেই। এক সময় পৌঁছলেই হলো। বাবু ভাই অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল, তোকে একটা কথা বলছি। শাহানা প্রসঙ্গে...।

পরেও বলতে পার।

না, আজই বলা দরকার। আজকের রাতটা একটা বিশেষ রাত। সবার মন দুর্বল। আমার নিজেরও দুর্বল। আজ রাতে বলা না হলে কোনোদিনই বলা হবে না।

ঠিক আছে, বলো।

বাবু ভাই গাড়ি রাস্তার পাশে দাঁড় করাল। সিগারেট ধরাল। দুটান দিয়ে সেটি জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে নিচু গলায় বলল, বছর দুই আগে একদিন দুপুরবেলা শাহানা আমার ঘরে এসেছিল। তুই তখন ময়মনসিংহ। শাহানা এসেছিল ইংলিশ-ব্যাঙ্গলি ডিকশনারি নিতে।

তারপর ?

আমি শাহানাকে বললাম দরজাটা বন্ধ করে আমার পাশে এসে বসতে। সে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ...আমি উঠে গিয়ে দরজা লাগিয়ে দিলাম। শাহানা চিৎকার করল না, হুটোপুটি করল না, কিছুই করল না। তার চোখ দিয়ে শুধু পানি পড়তে লাগল।

আমি বললাম, আর কিছু না, এই পর্যন্ত ?

আর কিছু নাই— এই পর্যন্তই।

বাবু ভাই গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলল, শাহানাকে আমি বিয়ে করতে চাই। আমি ঠিক করেছি শাহানাকে এই কথাটি বলব।

আজই বলবে ?

হুঁ। আজই বলব।

আজ না বলে দিন দশেক পর বলো।

দিন দশেক পরে বললে কী হবে ?

শাহানার হাসবেন্ড লোকটি আগামী সপ্তাহে ফিরে আসছে।

কে বলেছে ?

আমি নীলুর কাছে শুনেছি। শাহানা নীলুর সঙ্গে অনেক গোপন কথাটথা বলে।

বাবু ভাই দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, এ লোকটি আসুক বা না আসুক আমার কিছুই যায় আসে না, আমি আজ রাতেই বলব।

ঠিক আছে বলবে। রেগে যাচ্ছ কেন ?

বাবু ভাই অকারণে হর্ন টিপতে লাগল।

আমি বললাম, তোমার এই ঘটনার কথা আর কেউ জানে ?

জানি না। সম্ভবত দাদা জানে। শাহানা হয়তো তাঁকে বলেছে।

সে-কী!

হ্যাঁ। সে দাদাকে বলেছে।

তুমি বুঝলে কী করে ?

আমি কচি খোকা না।

বাবু ভাই হু-হু করে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিল।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

ড. ওয়াদুদকে নিয়ে ফিরলাম রাত আড়াইটার দিকে। এসে দেখি দাদাকে অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। তাঁর মুখের শিরাগুলি নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। রমিজ সাহেব দাদার বিছানার পাশে তজবি হাতে বসে আছেন। এই ভড়ং-এর কী মানে ? দোয়া দরুদ যদি পড়তেই হয় তাহলে মনে মনে পড়লেই হয়। লোক দেখানো একটা তজবির দরকার কী ? আমি তাকিয়ে দেখলাম রমিজ সাহেব তার মুখ দারুণ চিন্তাক্লিষ্ট করে রেখেছেন। দাদা মারা গেলে সবচেয়ে উঁচু গলায় যে তিনি কাঁদবেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। লোকটি নির্বোধ। এরকম একটি নির্বোধ লোকের বাচ্চাগুলি এরকম বুদ্ধিমান হয়েছে কীভাবে কে জানে ? সবকটি বাচ্চার এমন বুদ্ধি। বিশেষ করে ক্লাস সেভেনে পড়ে যে মেয়েটি— বিলু। সব সময় একটা না একটা মজার কথা বলে। হাসি চেপে রাখা মুশকিল। মেয়েরা সাধারণত রসিকতা করা দূরে থাকুক, রসিকতা বুঝতে পর্যন্ত পারে না। কিন্তু বিলু খুব রসিক।

কয়েকদিন আগে সে বারান্দায় বসে কী যেন বানাচ্ছিল। আমাকে দেখেই বলল, বলুন তো পাঁচ থেকে এক বাদ গেলে কখন ছয় হয় ? আমি উত্তরের জন্যে আকাশ পাতাল হাতড়াচ্ছি— সে গম্ভীর হয়ে বলল, পারলেন না তো ? যখন ভুল হয় তখন হয় ছয়।

আমার প্রায়ই মনে হয় একটি নির্বোধ অপদার্থ বাবার জন্য সবক'টি মেয়ে এখন কষ্ট পাচ্ছে, ভবিষ্যতেও পাবে।

রমিজ সাহেব আমাকে দেখে হাসিমুখে (তাঁর মুখ সবসময়ই হাসি হাসি। নির্বোধ লোকদের মুখ সব সময় হাসি হাসি থাকে।) এগিয়ে এলো।

ভাই সাহেব, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা ছিল।

বলুন শুনি।

চলেন একটু বাইরে যাই।

বাইরে যাবার দরকার কী ? এখানে বলুন।

রমিজ সাহেব ইতস্তত করতে লাগলেন। তাঁর এই ভঙ্গিটা আমার চেনা। ধার চাইবার ভঙ্গি। কিন্তু রমিজ সাহেব আমাকে অবাক করে দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গ আনলেন।

কথাটা নীলুর প্রসঙ্গে।

নীলুর প্রসঙ্গে কী কথা।

নীলুর একটা ভালো বিয়ের প্রস্তাব আসছে। ছেলে টেক্সেশান অফিসার। ময়মনসিংহে নিজেদের বাড়ি আছে।

ভালোই তো, বিয়ে দিন।

দিতেই চাই। কিন্তু নীলু রাজি না। এখন যদি ভাই আপনি একটু বুঝিয়ে বলেন...

আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি বলব কী জন্য ? আমি কে ?

রমিজ সাহেব আমতা আমতা করতে লাগলেন, না ইয়ে মানে...

আশ্চর্য, মেয়ে রাজি হচ্ছে না সেটা আমাকে বলছেন কী জন্যে ?

রমিজ সাহেবের মুখ অনেকখানি লম্বা হয়ে গেল। তবু তিনি দেঁতো হাসি হাসতে লাগলেন। গা জ্বলে যাবার মতো অবস্থা। আমি গলার স্বর এক ধাপ উঁচু করে বললাম, শুনেন রমিজ সাহেব, সব কিছুর একটা সময় অসময় আছে। একটা মানুষ মারা যাচ্ছে এই সময় আপনি আজগুবি কথাবার্তা শুরু করলেন। আশ্চর্য!

রমিজ সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। তিনি কাঁপতে শুরু করলেন। দুর্বল লোকের উপর কঠিন হতে ভালো লাগে। তার উপর এই লোকটিকে আমি পছন্দ করি না। কড় কড়া ধরনের কথা বলার সুযোগ পেয়ে অঘুমজনিত ক্লান্তি আমার অনেকখানি কমে গেল। রমিজ সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, আচ্ছা ভাইসাব, যাই তাহলে।

যান।

রমিজ সাহেব গেটের কাছে চলে গেলেন। সেখানে আগুনের একটা ফুলকি জ্বলে উঠতে দেখা গেল। বিড়ি বা সিগারেট কিছু একটা ধরিয়েছেন। এতটা কড়া না হলেও চলত বোধহয়। কিন্তু লোকটিকে আমি সহ্য করতে পারি না। একদিন দুপুরে তাকে দেখলাম মিরপুর রোডের কাছে এক রেস্টুরেন্টে বসে খুব তরিবত করে মোরগ পোলাও খাচ্ছে। ছুটির দিন। সকালেও তাকে বাসায় দেখে এসেছি। আমি এগিয়ে গেলাম।

কী ব্যাপার রমিজ সাহেব, বাইরে খাচ্ছেন যে ?

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

রমিজ সাহেব আমতা আমতা করে যা বললেন তার সারমর্ম হচ্ছে, তাঁর গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম আছে। ক্ষিধে লাগলে সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা খেতে হয়। বাসায় ফিরতে একটু দেরি হবে তাই...।

গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেমে পোলাও-টোলাও চালাচ্ছেন ?

রমিজ সাহেব তার উত্তর দিলেন না।

আরো একদিন তাঁর সঙ্গে এরকম দেখা। রিকশা করে যাচ্ছি, দেখি এলিফেন্ট রোডের এক কাবাব ঘরের সামনের খোলা জায়গায় চেয়ারে পা তুলে বসা। তাঁর সামনে দুতিন ধরনের কাবাব। আমি রিকশা থেকেই চেঁচালাম, এই যে রমিজ সাহেব। তিনি আমার কথা শুনতে পেলেন না। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার, পরদিনই নীলু এলো টাকার জন্য। এটা তার প্রথম আসা নয়, আগেও অনেকবার এসেছে। ধার চাইতে আসার লজ্জায় তার ফরসা মুখ লালাভ। চোখ দেখেই মনে হয় আসার আগে ঘরে বসে খানিকক্ষণ কান্নাকাটি করেছে। চোখ ফোলা ফোলা। আমি লজ্জা কমাবার জন্যেই বললাম, তোর যন্ত্রণায় তো সঙ্গে টাকা-পয়সা রাখাই মুছিবত। কত টাকা দরকার ? (এই সময় আমি তুই করেই বলি।)

দুইশ যদি না থাকে একশ।

দেখি পারা যায় কি না। পড়াশুনা হচ্ছে ঠিকমতো ?

জি।

গুড। এখন যা রান্নাঘর থেকে দুধ ছাড়া হালকা লিকারে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আয়, আমি ততক্ষণে ভেবে দেখি টাকা দেয়া যায় কি না।

নীলু যেন পালিয়ে বাঁচে। চা নিয়ে এসে অনেকখানি সহজ হয়। এবং চায়ে চুমুক দিয়ে আমি প্রতিবারের মতোই গম্ভীর হয়ে ভাবি রমিজ সাহেব কি ইচ্ছা করেই মেয়েকে আমার কাছে পাঠান ? তার কি একবারও মনে হয় না যে আমি নীলুকে অনায়াসেই বলতে পারি, টাকা দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে দরজাটা একটু ভেজিয়ে দে তো নীলু।

আমি কোনো মহাপুরুষ না। পৃথিবীর কোনো পুরুষই মহাপুরুষ নয়। মহাপুরুষদের পাওয়া যায় ধর্মগ্রন্থে।

যে লোক ভোর হতেই মেয়েকে টাকার জন্য পাঠায় সে কী করে আগের রাতে পায়ের উপর পা তুলে চপ কাটলেট খায় ?

আমি নীলুকে বললাম, তোর বাবাকে প্রায়ই দেখি বাইরে হেভি খানাপিনা করে।

নীলু নম্র গলায় বলল, প্রায়ই না, মাঝে মাঝে।

ঘরের খাওয়া রোচে না বুঝি ?

নীলু অনেক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাবার ভালো খাওয়া খুব পছন্দ। ঘরে তো আর এইসব করা সম্ভব না। তাই কখনো কখনো...

তাই বলে বক রাক্ষসের মতো একা একা খাবে ?

নীলু চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, আমাদের এইসব খেতে ইচ্ছেও করে না। একবার বটি কাবাব না কী যেন এনেছিলেন, একগাদা লবণ। মুখে দেয়া যায় না।

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, তোদের চার কন্যাকে আমি একদিন ভালো একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাব।

সত্যি ?

হ্যাঁ।

কবে নিবেন ?

আগে থেকে দিন-তারিখ বলতে হবে নাকি ? ভাগ।

আমাদেরকে যেতে দিবে না।

সেটা দেখা যাবে।

সবাইকে নিয়ে অবশ্য যাওয়া হলো না। নীলুকে নিয়ে গেলাম। সেটাও হঠাৎ করে। হাতিরপুলের কাছে নীলুর সঙ্গে দেখা। সে একগাদা বই বুকের কাছে ধরে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে হাঁটছে। আমি রিকশা থামিয়ে গলা বের করলাম, এই নীলু, যাস কই ?

বাসায় যাই, আর কোথায় যাব ? এই দিক দিয়ে একটা শর্টকাট রাস্তা আছে।

উঠে আয়।

আপনি বাসায় যাচ্ছেন ?

সেটা দেখা যাবে, তুই উঠ তো।

নীলু উঠে এলো।

রোজ এই রোদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাস ?

রোজ না। যেদিন আমাদের গাড়িটা নষ্ট থাকে কিংবা ড্রাইভার আসে না সেদিন যাই।

নীলু শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছল।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

কলেজে গিয়ে খুব কথা শিখেছিস দেখি। আয় তোকে একটা ক্লাস ওয়ান রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই।

এখন ?

হুঁ।

আজ তো যাওয়া যাবে না।

আজ কী অসুবিধা ?

আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখেন। আমার স্যান্ডেল নিয়ে এসেছি। এগুলি পরে কেউ কোথাও যায় ? আমাকে মনে করবে আপনার কোনো চাকরানি।

ঠিক আছে, আয় স্যান্ডেল কিনে দেই।

নীলু শাড়ির আঁচল দিয়ে আবার কপালের ঘাম মুছল। ক্লান্ত স্বরে বলল, আপনাদের খুব মজা— না ? যখন যা ইচ্ছা হয় কিনতে পারেন।

তা পারি।

টাকা খরচ করতেও আপনি ওস্তাদ।

তাও ঠিক।

হঠাৎ এই নতুন স্যান্ডেল নিয়ে গিয়ে বাসায় কী বলব ? আপনি দিয়েছেন এই কথা বলব ?

বলতে অসুবিধা কী ?

অসুবিধা আছে, আপনি বুঝবেন না।

নীলু আবার কপালের ঘাম মুছল।

স্যান্ডেল কিনতে হবে না, যেটা আছে সেটা পরেই যাব।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, তোদের মেয়েদের মনের মধ্যে শুধু প্যাঁচ।

মেয়েদের মনের সব কথা আপনি জানেন, তাই না ?

তা জানি।

জানাই তো উচিৎ— এত মেয়ে বন্ধু আপনার। সেদিন দেখলাম রিকশা করে একটি মেয়ের সঙ্গে যাচ্ছেন।

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

www.DeshiBoi.com

দূর থেকে দেখলাম, ছোট চাচার সঙ্গে মগবাজারের ফুপুর কী নিয়ে যেন লেগে গেছে। বড় ফুপু উত্তেজিত হয়ে কী সব বলছেন।

ছোট চাচা তেমন সাড়া শব্দ করছেন না।

ছোট চাচার স্বভাব— গলার স্বর উঁচু করে কিছু বলতে পারেন না। সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। যেন কোনো মহাঅপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমাদের গেঞ্জির মিলের দায়িত্ব কিছুদিন ছিল তাঁর উপর। লোকসান টোকসান দিয়ে এমন অবস্থা করলেন যে শেষপর্যন্ত মিল বিক্রি করে দিতে হলো। এখন কী যেন একটা ব্যবসা করেন। এবং মনে হয় ভালোই টাকা-পয়সা আয় করেন। ছোট চাচার বিয়ে হয়েছে আজ দশ বৎসর। কোনো ছেলেপুলে হয় নি। ছোট চাচি যথেষ্ট সুন্দরী তবু সারাক্ষণ সাজ-সজ্জা করেন। তাঁকে যখনই দেখা যাবে তখনি মনে হবে এই বুঝি কোনো পার্টিতে যাচ্ছেন। কিংবা কোনো বউভাতের অনুষ্ঠান থেকে এলেন। বাবু ভাইয়ের ধারণা— ছোট চাচির জন্যই চাচা এতটা মিনমিনে হয়েছে। কথাটা পুরাপুরি অসত্য নয়।

চাচা এ বাড়িতে থাকেন ছায়ার মতো। ছোট চাচি থাকেন হৈচৈ করে। সর্বক্ষণই তাঁর কাছে গেস্ট আসছে। একবার শোনা গেল কোনো এক গ্রুপ থিয়েটারের হয়ে তিনি নাকি নাটক করবেন। তাঁর ভূমিকা হচ্ছে মোড়লের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর। ছোট চাচি নাটকের স্ক্রিপ্ট নিয়ে এনে মুখস্থ করলেন। নাটক অবশ্যি হয় নি। দাদা ভেটো দিয়ে সব ভেঙে দিলেন।

মগবাজারের ফুপু ছোট চাচার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো গোপন আলাপ করছিলেন। কারণ আমাকে দেখেই কথাবার্তা থেমে গেল। আমি বললাম, কী নিয়ে আলাপ করছিলেন আপনারা ?

ছোট চাচা মিহি স্বরে বললেন, তেমন কিছু না।

বড় ফুপু ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, মা'র গয়না নিয়ে আলাপ করছিলাম, এমন গোপন কিছু না।

Nirjoy

কী গয়না ?

মা'র প্রায় দেড়শ ভরি গয়না আছে। সব বাবা স্টিলের আলমারিতে তুলে রেখেছেন।

তাতে কী হয়েছে ?

গয়নাগুলি সব আছে কিনা আলমারি খুলে দেখা দরকার। গয়নাগুলিতে আমাদের দাবি আছে। স্মৃতিচিহ্ন।

আমি চুপ করে রইলাম।

বড় ফুপু থেমে থেমে বললেন, গয়নার পুরো হিসাব থাকা দরকার।

ছোট চাচা বেশ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। আমি একটু বাবার ওখানে গিয়ে বসি— বলেই প্রায় পালিয়ে গেলেন। বড় ফুপু থমথমে স্বরে বললেন, এটা এমন মেনা বিড়াল ... যে এর মাথায় কাঁঠাল ভাঙলেও বুঝতে পারবে না।

কে ভাঙবে কাঁঠাল ?

তোর বাবা। আর কে ? আমি কি কিছু বুঝতে পারি না ? ঠিকই পারি।

আমি চুপ করে গেলাম।

বড় ফুপু বললেন, খোঁজ নিয়েছিলি ?

কী খোঁজ নেব ?

মেয়েটার বাড়ি কোথায়। বাবা কী করে।

ডাক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেই পারেন।

আমি পারলে আর তোকে জিজ্ঞেস করি কেন ?

মেয়েটাকে পছন্দ হয়েছে ?

হুঁ। শাহানা বলল, খুব নাকি লক্ষ্মী মেয়ে।

তা লক্ষ্মী বলতে পারেন।

আর শোন, ওদের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দরকার।

আজ রাতেই দরকার ?

অসুবিধা কী ?

শাহানাকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।

না, ওকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই না। মেয়েকে দিয়ে কোনো মেয়ের সম্পর্কে খোঁজখবর করতে নেই। ঠিক খবর পাওয়া যায় না।

ঠিক আছে।

আর মেয়েটির একটা ছবি দরকার। ফরিদকে পাঠাব।

এইসব আমাকে বলছেন কেন ?

কাকে বলব তাহলে ?

শাহানাকে বলেন কিংবা বড় চাচিকে বলেন।

বিয়ে শাদির ব্যাপারে শাহানাকে জড়াতে চাই না। মেয়েটা অলুক্ষুণে। আর তোর বড় চাচির কথা আমাকে কিছু বলিস না। ওর মাথায় কিছু আছে নাকি ? মেয়েমানুষের এত কম বুদ্ধি থাকে তা বড় ভাবিকে দেখেই প্রথমে জেনেছি, বুঝলি ?

গেট খোলার শব্দে তাকিয়ে দেখি ছোট ফুপা এসে ঢুকছেন। গাড়ি গেটের বাইরে রাখা। ছোট ফুপা কখনো গাড়ি ভেতরে ঢোকান না। ঢুকালে নাকি বের করতে সময় লাগে।

ছোট ফুপা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, বাবার অবস্থা কী ?

বেশি ভালো না।

ক্লিনিকে ট্রান্সফার করা দরকার। পিজির ডাক্তার আমিনের সঙ্গে কথা বলেছি। কেবিনের অসুবিধা হবে না। ফাইন্যান্স মিনিস্টার জামাল সাহেবের কথা বলতেই মন্ত্রের মতো কাজ হলো। দেশের যে কী অবস্থা। রেফারেন্স ছাড়া কাজ হয় না। আপা, আপনি কেমন আছেন ?

ভালো। তুমি কেমন ?

আর আমি। আমার কথা কে জিজ্ঞেস করে বলেন ? একটা পার্টির সঙ্গে কথা বলার জন্য কোরিয়া গিয়েছিলাম। খাওয়া দাওয়ার কী যে কষ্ট আপা!

তাই বুঝি ?

আর বলেন কেন। খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে জাপান ভালো। রাইস এবং চিকেন কারি পাওয়া যায়। এক্সেলেন্ট টেস্ট।

ছোট ফুপার কথাবার্তায় আমার গা জ্বালা করতে লাগল। এই লোকটি একটি মরণাপন্ন রোগী দেখতে এসে কোরিয়া জাপান করছে। আমি বললাম, ছোটফুপা, আমি দোতালায় আছি। দরকার হলে ডাকবেন।

এই দাঁড়াও, আমিও যাব।

আপনি দাদাকে দেখে আসেন।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

চট করে দেখে আসছি। তুমি দাঁড়াও।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। ছোট ফুপা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন।

চোখ কপালে তুলে বললেন, অবস্থা তো বেশ খারাপ।

খারাপ তো বটেই।

রাত কাটবে না। কী বলো ?

না কাটারই কথা।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। ডাক্তারদের সার্কেলে আমার ভালো যোগাযোগ আছে। একটা মেডিকেল বোর্ড তৈরি করা দরকার।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম, বাবাকে বলেন। বলে নিয়ে যান।

ছোট ফুপা চুপ করে গেলেন।

সিঁড়ির মাথায় বাবু ভাই দাঁড়িয়ে ছিল। বারান্দা অন্ধকার বলে তার মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না। ছোট ফুপা বললেন, বাবু নাকি ? সব অন্ধকার করে রেখেছ কেন ?

বাবু ভাই জবাব দিল না।

ফুপা বললেন, চল তোমাদের ঘরে গিয়ে বসি।

আমাদের ঘরে বাতি নেই।

বাতি লাগবে না, তোমরা আছ তো ?

বাবু ভাই বিরক্ত হয়ে বললেন, আমি থাকব না, টগরকে বলে দেখেন।

আরে তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ঘরে ঢুকেই ফুপা চাপা গলায় বললেন, কিসের গন্ধ ? গন্ধ পাচ্ছ না ?

আমরা জবাব দিলাম না। বাবু ভাই বললেন, কী বলতে চাচ্ছিলেন যেন ?

আমার শ্বশুর সাহেব সম্পর্কে। শুনলাম তাঁর গ্রামের বাড়ি এবং বিশ বিঘা জমি নাকি স্কুল আর কলেজ ফান্ডে দিয়ে যাচ্ছেন।

জানি না, দিতে পারেন।

কী আশ্চর্য, তাঁকে গ্রামের লোকে দালাল বলে, আর তাদের জন্যে এটা করার মানে ?

দালালি করেছিলেন, কাজেই দালাল বলে। সেই জন্যে দান খয়রাত করবেন না ?

আরে তুমি বুঝতে পারছ না, দানটা অপাত্রে হচ্ছে না ?

অপাত্রে হবে কেন ? গ্রামের গরিব মানুষেরা পাবে।

দান-খয়রাত যোগ্যপাত্রে হওয়া উচিত। ওরা কি বলবে জানো ? ওরা বলবে নাম কামাবার জন্যে করেছে। বলবে এবং 'শালা দালাল!' বলে গালি দিবে।

দিক না। দাদা তো আর শুনবে না। সে তো ভেগেই যাচ্ছে।

ফুপা অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, একজন মানুষ মারা যাচ্ছে, তাঁর সম্পর্কে এরকম অশ্রদ্ধার সঙ্গে কথা বলো তোমরা, আশ্চর্য!

শ্রদ্ধা-অশ্রদ্ধার কোনো ব্যাপার না। যেটা সত্যি সেটা বললাম।

মদের গন্ধ পাচ্ছি, মদ খাচ্ছিলে নাকি ?

জি, তা খাচ্ছিলাম।

আমি তাদের দুজনকে সেখানে রেখে নিঃশব্দে বের হয়ে এলাম।

পরিষ্কার বুঝতে পারছি দুজনে এবার লেগে যাবে। আমার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। খোলা ছাদে বসে একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। কিছু ভালো লাগছে না।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

আমাদের এ বাড়ির ছাদটি শুধু যে সুন্দর তাই নয়, অপূর্ব। এর পেছনের সমস্ত কৃতিত্বই শাহানার। ফুলের টব এনে ফুল ফুটিয়ে এমন করেছে যে ছাদে না ওঠা পর্যন্ত কেউ ভাবতেও পারবে না কত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছে তার জন্যে। সমস্ত ছাদকে চারটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি ভাগের নাম 'গোলাপকুঞ্জ'। গোলাপকুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে বসার জন্যে গদিওয়ালা মোড়া। বৃষ্টির আগে তা ভেতরে নিয়ে আসা হয়। চমৎকার ব্যবস্থা।

আমি ছাদে পা দিয়েই দেখলাম গোলাপকুঞ্জের একটি মোড়াতে বাবা বসে আছেন। তাঁকে দেখেই চট করে নিচে নেমে যাওয়া যায় না। আবার ছাদে ঘোরাঘুরিও করা যায় না। আমি হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবাকে আমরা সবাই ভীষণ ভয় করি।

বাবা বললেন, টগর, নিচের কোনো খবর আছে ?

জি-না।

আসো এদিকে।

বাবা পাইপ ধরালেন। আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

এখানে এসে বসো, তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।

আমি এগিয়ে এলাম। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার মা মারা যাবার পর আমি খানিকটা লোনলি হয়ে পড়েছি। এই বয়সেই মানুষের সবচে' বেশি কোম্প্যানি প্রয়োজন।

জি, তা ঠিক।

বসো তুমি এখানে।

আমি আড়ষ্ট হয়ে বসলাম।

তোমার রেজাল্ট হচ্ছে কবে ?

ঠিক জানি না।

বাবা গম্ভীর হয়ে পাইপ টানতে লাগলেন। দারুণ অস্বস্তিকর অবস্থা। বাবাকে আমরা সবাই ভীষণ ভয় পাই। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা মুশকিল। বাবা হঠাৎ নরম স্বরে বললেন, তোমরা আমাকে এড়িয়ে চল। কী কারণ বলো তো ?

আমি কুল কুল করে ঘামতে লাগলাম।

তোমার দাদার অবস্থা কেমন দেখলে ?

বেশি ভালো না।

তাঁর কাছে কে আছেন ?

বড় চাচা আর ছোট চাচা এই দুজনকে দেখে এসেছি।

বাবা ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, গতকাল খবর পেয়েছি তোমার ছোট চাচা চিটাগাং-এ একটা বাড়ি করেছেন। আমি কিছুই জানতাম না। লুকানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

আমি কথা বললাম না। বাবা যখন কারো সঙ্গে কথা বলেন তখন কথা বলবার ব্যাপারটা তিনিই সারেন। অন্যদের শুধু শোনার দায়িত্ব।

তোমাদের দাদা মারা যাবার পর বড় ধরনের ঝামেলা হবে। তোমার ফুপুরা খুব হৈচৈ করবে। বাবা ওদের সম্পত্তি বা টাকা পয়সা কিছুই দিয়ে যান নি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। মাস তিনেক আগে উইল করা হয়েছে। তোমার দাদার এ বিষয়ে লজিক খুব পরিষ্কার। তোমার ফুপুদের বিয়ের সময় বাড়ি দেয়া হয়েছে। ক্যাশ টাকাও দেয়া হয়েছে। জানো নিশ্চয়ই ?

জি জানি।

অবশ্যি এসব কিছুই তাদের মনে থাকবে না। দুজনেই হৈচৈ করবে। দুজনেই বলবে ইচ্ছে করে তাদের বাদ দেয়া হয়েছে। কেইস টেইস হওয়াও বিচিত্র না।

আমি উসখুস করতে লাগলাম। চট করে উঠে যাওয়া যাচ্ছে না। আবার বসেও থাকা যাচ্ছে না। এসব শুনতে ভালো লাগছে না।

আপনি কি চা-টা কিছু খাবেন ?

নাহ্।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। শীত শীত লাগছে। আমি বললাম, নিচে যাই, দেখি কী হচ্ছে।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

বসো একটু।

আমি বসে রইলাম। বসেই রইলাম। বাবা ক্লান্ত স্বরে বললেন, কয়েকদিন আগে তোমার মাকে স্বপ্নে দেখলাম। খুব কান্নাকাটি করছিল। তুমি তাকে স্বপ্নে দেখ?

জি-না।

স্বপ্নটা কেন যে দেখলাম। স্বপ্নের কোনো মানে থাকে কি না কে জানে?

স্বপ্নের কোনো অর্থ নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই।

বোধহয় তাই।

আজকাল আমি তোমার মায়ের কথা প্রায়ই ভাবি।

আমি চুপ করে রইলাম। একবার ভাবলাম বলি, ভাবেন নাকি?

বললাম না। অনেক কিছু যা বাবাকে বলতে ইচ্ছে করে, তা শেষ পর্যন্ত বলা হয় না। বাবাও বোধকরি অনেক কিছু বলতে চান, শেষ পর্যন্ত বলেন না।

তোমার দাদা তোমার মাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

জানি।

সবটা জানো না। তোমার যখন জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তখন তোমার দাদা অন্য মানুষ।

ও।

তোমার মা'র বিয়ে হয় তের বছর বয়সে। আমার সঙ্গে নানা কারণে তাঁর সদ্ভাব ছিল না। সে ছিল ঘরোয়া ধরনের মেয়ে। মেয়েলিপনা ছাড়া তাঁর মধ্যে কিছু ছিল না।

বাবা কথা বন্ধ করে খুক খুক করে খানিকক্ষণ কাশলেন।

তোমার মাকে আমি পছন্দ করি নি। সে রাতদিন কাঁদত। তোমার দাদা তাকে আদর দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। সে যে কী অসম্ভব আদর, চোখে না দেখলে বোঝা যাবে না। তোমার মা একবার কমলা খেতে চেয়েছিল। বাবা এক গরুর গাড়ি বোঝাই করে কমলা এনেছিলেন। সেই থেকে তোমার মা'র নাম হয়ে গেল 'কমলা বউ'।

www.DeshiBoi.com

বাবার গলা কি কিঞ্চিৎ ভারি হয়েছে? খুব সম্ভব না। বাবা ভাঙবেন তবু মচকাবেন না।

তোমার মাকে আমি ভালোবাসতে শুরু করেছি তাঁর মৃত্যুর পর। ওটা খুব কষ্টের ব্যাপার।

আমি উসখুস করতে লাগলাম। আমার চলে যেতে যেতে ইচ্ছে করছে। বাবার সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকার অভ্যেস আমার নেই। আমাদের কারোরই নেই। আবার উঠে যাবার সাহসও হয় না। বিশ্রী অবস্থা।

এখন মাঝে মাঝে মনে হয় নতুন করে জীবন শুরু করার একটা সুযোগ থাকা উচিত। এমন একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে সবাই একটা করে সুযোগ পাবে।

তা হলেও দেখবেন সবাই আবার ভুল করবে।

আমি করব না।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। কেউ হয়তো আসছে, এত রাতে ছাদে আসবে কে? শাহানা নাকি? শাহানা মাঝে মাঝে অসময়ে ছাদে এসে তার ফুল গাছের সঙ্গে কথা বলে। এই মেয়েটির মনে ভয়-টয় কিছুই নেই।

শাহানা এসে ঢুকল চায়ের পেয়ালা নিয়ে।

মামা, আপনার জন্যে একটু কফি এনেছি।

বুঝলি কী করে আমি এখানে?

খুঁজে খুঁজে এসেছি।

বাবা হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে কফি নিলেন।

এই বাড়ির একটি মাত্র মেয়ের সঙ্গে বাবার সহজ সম্পর্ক আছে।

একমাত্র শাহানার সঙ্গে কথা বলার সময় বাবার মুখের কঠিন দাগগুলি কোমল হয়ে আসে। শাহানা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, নিচে আসো টগর, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম।

মামা, আপনার চিনি লাগবে না তো?

নাহ্।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে শাহানা বলল, খুব একটা বাজে ব্যাপার হয়েছে।

কী?

নীলুদের বাসায় আজ রান্না হয় নি।

রান্না হয় নি মানে?

হয় নি মানে হয় নি। রান্না করার মতো কিছু ছিল না। ঘরে টাকা-পয়সাও ছিল না।

বলো কী?

নীলুর বাবার আজ মাসখানেক ধরে চাকরি নেই।

www.DeshiBoi.com

Nirjoy

শুনলে কার কাছ থেকে ?

নীলুর কাছ থেকেই শুনলাম। নীলু খুব কান্নাকাটি করছে।

সিঁড়ির উপর আমরা বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। শাহানা মৃদু স্বরে বলল, পৃথিবীতে অনেক রকম কষ্টের ব্যাপার হয়। আমার নিজেরও অনেক দুঃখ কষ্ট আছে, কিন্তু—

সারাদিন কিছু খায় নি ?

তা জানি না, তবে ভাত সম্ভবত খায় নি।

সারাদিন ভাত খায় নি এরকম লোকের সংখ্যা এদেশে অনেক। কিন্তু পরিচিত কেউ না খেয়ে আছে এটা গ্রহণ করা যায় না। প্রচণ্ড রাগ লাগে। বিকাল বেলায় দেখেছি বাচ্চাগুলি বাগানে ছুটাছুটি করছে। সবচে' ছোটটি আমাকে দেখে ডাকল— এ্যাই, এ্যাই। আমি ফিরে তাকাতেই কদম গাছের আড়ালে গিয়ে লুকালো। এটি তার মজার খেলা। আমি গম্ভীর স্বরে বললাম— ধরে ফেলব। বাচ্চা দুটি দৌড়ে পালাতে গিয়ে জড়াজড়ি করে পড়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে দেখি একজনের হাঁটুর কাছটায় ছিলে গেছে, কিন্তু কাঁদল না। আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে উৎসাহী গলায় বলল, বাঘ বাঘ খেলবে ? আর এই বাচ্চারা ভাত খায় নি ? আমি দীর্ঘসময় চুপচাপ শাহানার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। শাহানা বলল, আমার যা খারাপ লাগছে। আজ নিশ্চয় প্রথম নয়, আগেও হয়তো হয়েছে। আমি বললাম, রমিজ সাহেব লোকটির প্রকাশ্যে শাস্তি হওয়া দরকার।

রমিজ সাহেব কী করল ?

আমি তার জবাব দিলাম না।

শাহানা মৃদু স্বরে বলল, তোমার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে চাই।

বলো।

নীলুর বিয়ের কথা হচ্ছে। তুমি বুঝিয়ে সুঝিয়ে নীলুকে রাজি করাও। ওর জন্যে ভালোই হবে। ছেলে খারাপ না।

আমি রাজি করাবার কে ?

তুমি ভালো করেই জানো তুমি কে ?

শাহানা গা-জ্বালা-ধরানো শীতল হাসি হাসল। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি বলব। নীলু কোথায় ?

এখনই বলতে হবে তেমন কোনো কথা নেই।

ঝামেলা চুকিয়ে ফেলি।

আর যদি সাহস থাকে তাহলে—

তাহলে কী ?

ওকে ডেকে এমন একটা কথা বলো যা শুনবার জন্যে মেয়েদের মন তৃষিত হয়ে থাকে।

তৃষিত হয়ে থাকে ?

হুঁ, বাংলাটা অবশ্যি একটু কঠিন বলে ফেললাম।

শাহানা হাসল। আমি নিচে এলাম। বাবু ভাই সিঁড়ির কাছে উগ্র মূর্তিতে দাঁড়িয়ে। তার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। সিগারেট হাতে সে কখনো প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করে না।

ব্যাপার কী বাবু ভাই ?

কিছু না।

ছোট ফুপা কোথায় ?

জানি না।

তার সঙ্গে সিরিয়াস একটা ফাইট দিলে মনে হয়।

বাবু ভাই জবাব দিল না। আমি বললাম, চল দাদার অবস্থাটা দেখে আসি।

দেখার কী আছে ?

দেখার কিছু নেই ?

বাবু ভাই উত্তর না দিয়ে হন হন করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। সে মনে হচ্ছে অত্যন্ত বিরক্ত। তার বিরক্তির আসল কারণ টের পাওয়া গেল কিছুক্ষণ পর, যখন দেখলাম বড় চাচাকে। বড় চাচার চেহারা ভূতে পাওয়া মানুষের মতো। দিশাহারা চাউনি। ঠিক মতো কথাও বলতে পারছেন না, জড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি আমার হাত ধরে একটা অন্ধকার কোনার দিকে নিয়ে গেলেন। কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, টগর, বাবু নাকি উপরে বসে মদ খাচ্ছে ?

বলেছে কে আপনাকে ?

তোর ছোট ফুপা বললেন। মদ খেয়ে নাকি মাতলামি করছে ?

বড় চাচা সত্যি সত্যি কেঁদে ফেললেন। আমি নিজেকে সামলে সহজভাবে বললাম, ছোট ফুপা কি সবাইকে এইসব বলে বেড়াচ্ছেন ?

তুই আগে বল এটা সত্যি কি না ?

সত্যি না চাচা।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

তুই আমার গা ছুঁয়ে বল।

গা ছুঁয়ে বলার কী আছে, যত সব মেয়েলি ব্যাপার।

হোক মেয়েলি ব্যাপার। তুই আমার হাত ধরে বল।

আমি বড় চাচার হাত ধরে শান্ত স্বরে বললাম, বিশ্বাস করুন চাচা, কথাটা ঠিক না। মিথ্যা বলব কেন?

বড় চাচা চোখ লাল করে বললেন, তুই নিজে মিথ্যা বলছিস।

কী যে বলেন। মিথ্যা বলব কেন?

বড় চাচা গম্ভীর স্বরে বললেন, বাবা ওকে যতটা ভালোবাসেন কাউকে তার সিকি ভাগও বাসেন না। সে কি না এরকম একটা সময় মদ খাচ্ছে? হারামজাদা কোথাকার! টগর, তুই বাবুকে গিয়ে বল সে যেন এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

কী যে আপনি বলেন চাচা।

যা তুই এক্ষুণি গিয়ে বল।

এক্ষুণি বলতে হবে কেন? ঝামেলার মধ্যে নতুন ঝামেলা।

সে যদি বাড়ি ছেড়ে না যায়, আমি যাব।

আচ্ছা ঠিক আছে। আমি বলছি।

বলবি সে যেন এক কাপড়ে বাড়ি ছেড়ে যায়।

ঠিক আছে।

এবং কোনোদিন যেন এ-বাড়িতে তার ছায়া না দেখি।

বলব।

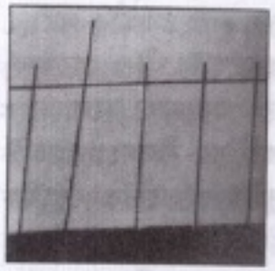

মদ খাওয়ার ব্যাপারটা দেখলাম বেশ একটা আলোড়ন তৈরি করেছে।

মোটামুটি সবাই জানে। চাচা বিদেয় হবার সঙ্গে সঙ্গে বড় ফুপুর সঙ্গে দেখা। তিনি তাঁর ভারি শরীর নিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে কোথাও যাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, বাবু নাকি মাতলামি করছে?

মাতলামি করবে কেন?

বেহেড মদ খেয়েছে, তাই মাতলামি করছে।

বলেছে কে আপনাকে?

তুই এত জেরা করার বদভ্যাস কোত্থেকে পেলি?

আমি চুপ করে গেলাম। বড় ফুপু আঁতকে ওঠার ভান করে বললেন, বংশের সম্মানটার কথা কেউ ভাবল না, আশ্চর্য। এত বড় পীর বংশ। এত নামডাক।

দারুণ একটা মিথ্যা কথা এটা। ইদানীং লক্ষ করছি বড় ফুপু বংশমর্যাদা বাড়াবার চেষ্টায় নেমেছেন। অপরিচিত লোকদের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলতে শুরু করছেন পীর বংশ। খুব খানদানি ফ্যামিলি।

আমাদের গোষ্ঠীতে পীর ফকির কেউ নেই। দাদার বাবা ছিলেন চাষা। জমিজমা তেমন ছিল না। কাজেই শেষের দিকে পানের ব্যবসা শুরু করেন। সেতাবগঞ্জ থেকে পানের ঝাঁকা মাথায় করে এনে নীলগঞ্জ বাজারে বিক্রি করতেন। এতে তেমন কিছু ভালো মন্দ না হওয়ায় ডিমের কারবার করতে চেষ্টা করেন। চাষা সমাজ থেকে নির্বাসিত হন ডিম বেচার কারণে। তাঁর দুটি মেয়ের বিয়ে আটকে যায়। ডিম বেচা ব্যাপারী সঙ্গে সম্বন্ধ করা যায় না। খুবই দুর্দিন গেছে বেচারার।

এইসব তথ্য দাদার কাছ থেকে পাওয়া। হত-দরিদ্র মানুষ যখন দারুণ বড়লোক হয়ে যায় তখন তারা অভাবের গল্প করতে ভালোবাসে। দাদা যখন সুস্থ থাকেন এবং কথা বলার মতো কাউকে পান তখন শুরু করেন পুরনো দিনের গল্প। কবে পরপর দুদিন পেয়ারা খেয়েছিলেন। কবে বেতন না দেয়ার জন্যে স্কুল

www.DeshiBoi.com
www.DeshiBoi.com
Nirjoy

থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়া হলো এবং তার বাবা গিয়ে হেডমাস্টার সাহেবের পা ধরে বসেছিলেন একটা কিছু ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। হেডমাস্টার সাহেব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেছিলেন— মেট্রিক পাস করে হবে-টা কী ? ছেলেকে কাজে লাগান, সংসারে সাহায্য হোক। দাদার মেট্রিক পাস করা হলো না। তিনিও ডিমের ব্যবসা শুরু করলেন। তার চল্লিশ বছর পর নীলগঞ্জে একটি হাইস্কুল এবং একটি ইন্টারমিডিয়েট কলেজ দিলেন। দুটিই অবৈতনিক। স্কুলের সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। এখনো করেন।

অভাব এবং অহঙ্কারের গল্প শুনতে আমার ভালো লাগে না। শুধু আমার একার না, কারোই ভালো লাগে না। কাজেই বেশির ভাগ গল্প শুনতে হতো শাহানাকে এবং সে মেয়েলি ভঙ্গিতে 'আহা উহু' করত— বলেন কী নানাভাই, এরকম অবস্থা ছিল ? কী সর্বনাশ! থাক থাক, আর বলবেন না, কষ্ট লাগে।

দাদা তাতে উৎসাহ পেয়ে আরো সব ভয়াবহ কষ্টের বর্ণনা শুরু করতেন। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার।

পৃথিবীতে বৃদ্ধদের মতো বিরক্তির আর কিছুই নেই। বৃদ্ধরা অসুন্দর বুদ্ধিহীনা নারীর চেয়েও বিরক্তিকর। বাবু ভাইয়ের মতে পঞ্চাশের পর এদের সবাইকে কোনো একটি দ্বীপে চালান করে দেয়ার ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে করা উচিত। যেখানে সব বুড়ো বুড়ি মিলে এক সঙ্গে বক বক করবে। ছ মাসে একবার জাহাজ গিয়ে তাদের খাবার দাবার দিয়ে আসবে।

আমাদের বংশ দীর্ঘজীবী বংশ। দাদার ডিমবেচা বাবা মারা গিয়েছিলেন প্রায় একশ বছর বয়সে। শেষ সময়ে চোখে দেখতেন না, কানে শুনতেন না, চলৎশক্তি ছিল না। দিনরাত নিজের মলমূত্রের মধ্যে বসে থেকে পশুর মতো গোঁ গোঁ করতেন। সবই শোনা কথা। মা'দের কাছ থেকে শুনেছি। দাদার এই অতি বৃদ্ধ বাবাকে দেখবার কেউ ছিল না। তিনি গ্রামের বাড়িতে পড়ে থাকতেন। সেখানে তখনো সেই প্রকাণ্ড দালান (যা পরে 'নীলমহল' নামে খ্যাত হয়) তৈরি হয় নি। দাদা সবে টাকা-পয়সার মুখ দেখতে শুরু করেছেন। বন্যার মতো সম্পদ আশা শুরু হয় নি।

মানুষের মল এবং মূত্রের মধ্যে জীবনদায়িনী কিছু হয়তো আছে। দাদার বাবা, মলমূত্র মেখে প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু বার্ধক্যজনিত কারণে হয় নি। হয়েছিল ইঁদুরের কামড়ে। শোনা যায় ইঁদুর কামড়ে তাঁর নাভির কাছ থেকে মাংস তুলে নিয়েছিল। সেই কামড় বিষিয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর ছেলের সীমাহীন ক্ষমতার কিছুই তিনি চোখে দেখে যেতে পারেন নি।

তাঁর মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যেই নীলমহল তৈরির কাজ শুরু হয়। সে নাকি এক রাজকীয় ব্যাপার। গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল— ডিম বেচা খবির মিয়ার ছেলে সোনার মাইট পেয়েছে। রাজা বাদশাদের সঞ্চিত গোপন স্বর্ণমুদ্রা পূর্ণ সাতটা ঘড়া। সবাই বলত এইসব পাপের অর্থ কি আর ভোগে লাগবে ? লাগবে না। তাদের কথা আংশিক ফলে গেল। দাদা বা তাঁর বংশধররা কেউ সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে থাকল না। দাদার দশা হলো বাবুই পাখির মতো। বাবুই পাখি বহু কষ্টে বহু মমতায় চমৎকার একটি বাসা বানায়, সে নিজে বাসাটিতে বাস করতে পারে না। রোদ-বৃষ্টি-বাদলে বসে থাকে বাইরে, বাসায় নয়। তার চোখের সামনে ভালোবাসায় তৈরি বাসাটি হাওয়ায় দোল খায়।

দাদারও তাই হলো। নীলমহলে তিনি গিয়ে উঠতে পারলেন না। কোথাও হাওয়া নেই। নীলমহলের জানালা আপনাআপনি খুলে যাচ্ছে। রাতেরবেলা খড়ম পায়ে বারান্দার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত কে যেন হাঁটে। নীলমহলের ছাদে নাকি আগুনের কুণ্ড হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠে। আজগুবি সব ব্যাপার। নিশ্চয়ই এসবের কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিংবা সবটাই মনগড়া। কিন্তু মানুষ মাত্রই কিছু না কিছুতে বিশ্বাস করতে ভালোবাসে। দাদা নীলমহল ছেড়ে তাঁর ছেলেদের সঙ্গে এলেন বাস করতে।

সেই চমৎকার বাড়িটির জন্যে তার কি মন কাঁদে ? তাঁর ভালোবাসার নীলমহল। মৃত্যুর আগে আগে সমস্ত অতীত নাকি ছবির মতো ভেসে ওঠে। নীলমহলের অতীত কি আসছে তাঁর সামনে ? আজ কি তাঁর মনে হচ্ছে সমস্ত অর্থহীন। নীলমহল-লালমহল কোনো মহলই কাজে আসে না। আজ তাঁর যাত্রা অজানা এক মহলের দিকে যার রঙ তাঁর জানা নেই।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

ছোট ফুপা কাগজ কলম নিয়ে বসেছেন। দাদার কিছু একটা হয়ে গেলে গণ্যমান্য যাদেরকে খবর দেয়া হবে তাদের নাম-ঠিকানা এবং টেলিফোন নাম্বার লেখা হচ্ছে। দেখতে দেখতে তিনি ফুলস্কেপ কাগজ তিন চারটা ভরিয়ে ফেললেন। বাবু ভাইকে বললেন, দেখ তো কেউ বাকি আছে কি না?

বাবু ভাই না তাকিয়েই বললেন, না, সবাই আছে।

না দেখেই কী করে বললি?

দেখতে হবে না। যা লিখেছেন ঠিকই লিখেছেন। সবাই আছে।

কেউ বাদ গেলে কেলেঙ্কারি হবে।

কেন?

ফুপা বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। বরফ শীতল স্বরে বললেন, সামাজিকতার একটা ব্যাপার আছে।

মানুষ মারা যাচ্ছে এর মধ্যে আবার সামাজিকতা কী?

মানুষের মৃত্যুর মধ্যে সামাজিকতা নেই?

না। এটার মধ্যে এসব কিছু নাই।

বাবু ভাই হাই তুললেন। তিনি ফুপাকে রাগাতে চাইছেন। ফুপা গম্ভীর স্বরে বললেন, এটা একটা খানদানি ফ্যামিলি। জলে ভাসা ফ্যামিলি না। খানদানি ফ্যামিলিতে অনেক রকম সামাজিকতা আছে।

খানদানি! আমরা আবার খানদানি হলাম কবে? আমি যতদূর জানি আমাদের পূর্বপুরুষ চাষা ছিলেন। কেউ কেউ হাটে গিয়ে ডিম বেচতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজন সিঁধেল চোর ছিল। কাল্লুচোরা নাম।

এরকম কোনো কিছু তো জানি না।

আমি জানি।

ছোট ফুপা মুখ অন্ধকার করে ফেললেন।

বাবু ভাই বললেন, একটা লোক মারা যাচ্ছে, তাকে মরতে দিন।

কিসের সঙ্গে কী বলছ? মাথা খারাপ হয়ে গেছে তোমার।

মাথা ঠিকই আছে। ঠিক আছে বলেই বলছি আমরা খানদানি ফানদানি না।

ছোট ফুপা গম্ভীর হয়ে বললেন, তর্ক করা তোমার একটা বদ অভ্যাস। এটা ছাড়া উচিত।

বাবু ভাই ঘাড় মোটা করে বললেন, আমাদের খানদানি কী জন্যে বলছেন, সেটা আগে বলুন।

তোমরা খানদানি না?

না।

বেশ তো ভালো কথা। তোমার ইচ্ছাটা কী? কাউকে কোনো খবর দেয়া হবে না?

খবর দেয়ার কোনো দরকার নেই।

তুমি ঠিক সোবার অবস্থায় নেই। তোমার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাই না।

কথা বলতে না চাইলে বলবেন না।

ছোট ফুপা মুখ কালো করে উঠে গেলেন।

আমি খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরে বেড়ালাম। মাথা ব্যথা করছে। আমার টেবিলের ড্রয়ারে এনাসিন আছে। কিন্তু বাবু ভাই ঘর বন্ধ করে বসে আছেন। দরজায় ধাক্কা দিতেই তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন, কে?

আমি।

যা এখন।

ঘুমাচ্ছ নাকি?

না, ঘুমাচ্ছি না। তুই যা, বিরক্ত করিস না।

দরজাটা একটু খোলো।

বাবু ভাই জবাব দিলেন না।

রান্নাঘরে আকবরের মাকে দেখা গেল কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। এদিকে গ্যাসের চুলায় একটা মাঝারি আকারের ডেকচিতে পানি ফুটছে। নির্ঘাৎ আকবরের মা'র কাণ্ড। পানি ফোটাতে দিয়ে ঘুমুতে শুরু করেছে।

কাউকে ঘুমুতে দেখলেই ঘুম পায়। আমি হাই তুললাম। তারপর এক সময় আবার নেমে এলাম নিচে।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

নিচের বারান্দা জনশূন্য। মৌলানা সাহেব পর্যন্ত নেই। মনে হচ্ছে বসার ঘরে তাঁর ঘুমাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

মৃত্যুর অপেক্ষা করতে গিয়ে সবাই বোধ করি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

দাদার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি— সিরিয়াস ব্যাপার। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে। স্যালাইনের ব্যাগ ঝুলছে হ্যাঙ্গার জাতীয় জিনিসে। মোটামুটি একটা হাসপাতাল। হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। রোগীর মনে হয় অক্সিজেন দেয়ায় কিছুটা আরাম হয়েছে। ছটফটানি নেই। নিঃসাড়ে ঘুমাচ্ছেন।

এদিকে বড় চাচির ঘুম ভেঙেছে। তিনি একটি মোটা মতো নার্সের সঙ্গে আলাপ করছেন। বড় চাচির মুখ গম্ভীর। নার্সটির মুখ হাসি হাসি। নার্সটি কখন এসেছে কে জানে।

ছোট ফুপার কাণ্ড নিশ্চয়ই।

একবার দাদার শরীর খারাপ হলো। ব্লাড প্রেসার বা এই জাতীয় কিছু— মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন। খবর পাওয়া মাত্র ছোট ফুপা একজন নার্স নিয়ে উপস্থিত। দিনরাত এখানে থাকবে। নার্সটির নাম ছিল সুশী। খ্রিষ্টান। বয়স কম। খুব মিষ্টি চেহারা। এমন সুন্দরী নার্স থাকে আমার জানা ছিল না। সুশী সেই জাতীয় নার্স যাদের সঙ্গে হাসপাতালের ইন্টার্নি ডাক্তারদের প্রেম হয়। রোগীরা যাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্যে ব্যাকুল থাকে।

সুশী অল্প সময়ের মধ্যে দাদাকে সারিয়ে তুলল। দুদিনের মধ্যে দেখা গেল দাদা বারান্দায় ইজি চেয়ারে চোখ বন্ধ করে বসে আছেন। সুশী তার পাশে অন্য একটি চেয়ারে বসে গম্ভীর মুখে ফুস ফুস করে সিগারেট টানছে। মাঝে মাঝে দাদা কী সব বলছেন, সুশী সে সব শুনে খুব হাসছে। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দাদা কি ওর সঙ্গে রসিকতা করছেন ?

দাদা সেবার সুশীকে উপহার হিসেবে একটি রাজশাহী সিল্কের শাড়ি এবং কাশ্মীরী শাল দিলেন। উপহার পেয়ে তার কোনো ভাবান্তর হলো না। যেন এরকম উপহার সে সবসময়ই পেয়ে আসছে।

রেগে গেলেন বড় ফুপু। খুব হৈচৈ করতে লাগলেন। একটা নার্সকে দু'হাজার টাকার শাল ? বাবার না হয় মাথা খারাপ, তাই বলে কি অন্য সবারও মাথা খারাপ, কেউ একটা কথা বলে না ?

আমি ফুপুকে বললাম, আপনি যখন এসেছেন আপনিই বলুন।

বলবই তো, এক'শ বার বলব। একটা রাস্তার মেয়েকে দু'হাজার টাকার শাল দেবে কেন ?

রাস্তার মেয়ে হবে কেন ? নার্স একজন। ভালো নার্স। দাদাকে সারিয়ে তুলেছে।

বাজে বক বক করিস না তো। এক্ষুণি যাচ্ছি আমি বাবার কাছে।

ফুপু ছুটে গেলেন দাদার ঘরে, ফিরে এলেন মুখ অন্ধকার করে।

কী কথাবার্তা হলো জানা গেল না।

অবশ্যি আজকের এই নার্সটির চেহারা বাজে। মুখে বসন্তের দাগ। বিরাট স্বাস্থ্য। মাংসের চাপে চোখ ছোট হয়ে গেছে।

আমাকে উঁকি দিতে দেখেই নার্সটি চট করে রোগীর কাছে গেল। অভিজ্ঞ ভঙ্গিতে স্যালাইনের বোতলটি নেড়ে চেড়ে দিল। এ সুশীর মতো নয়। সুশী এখানে থাকলে দাদার শরীর হয়তো অনেকখানি সেরে যেত। আমার ধারণা চোখ মেলে এই নার্সটিকে দেখামাত্র আবার দাদার হাঁপানির টান উঠবে।

বড় চাচি চেয়ার ছেড়ে উঠে এলেন আমার কাছে, গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, নার্সকে আনল কে ?

জানি না।

বড় চাচি আমার সঙ্গে বের হয়ে এলেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর।

আমি বললাম, শুধু আপনারা দুজন ? আর মানুষজন কোথায় ?

জানি না কোথায় ?

আমি লক্ষ করলাম বড় চাচি কথা বলছেন খুব নিচু গলায়। কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকলে তাঁর এরকম হয়। কথাই শুনতে পাওয়া যায় না।

শুনেছিস নাকি, তোর বড় চাচা বাবুকে ত্যাজ্যপুত্র করেছে।

কী যে বলেন!

হ্যাঁ করেছে। আমাকে বলল।

এইসব কিছু না চাচি। মুসলিম আইনে ত্যাজ্যপুত্র হয় না।

তোকে কে বলল ?

আমি জানি। হিন্দু আইনে হয়, মুসলিম আইনে হয় না। আর খামাকা ত্যাজ্যপুত্র করবে কেন ?

মদ খেয়ে মাতলামি করছিল এই জন্যে করেছে।

না চাচি, এই সব কিছু না।

বড় চাচির মুখ সঙ্গে সঙ্গে আলো হয়ে উঠল। ইনি যে-কোনো কথা বিশ্বাস করেন। তাঁকে কেউ যদি এসে বলে— দেখে এলাম বুড়িগঙ্গায় একটা মৎস্যকন্যা

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

ধরা পড়েছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, সত্যি ? কথা বলতে পারে ? চুল কত বড় ?

মানুষের বুদ্ধি যে ঠিক কতটা কম হতে পারে তা চাচিকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

বুঝলি টগর, আমি তো শুনে আকাশ থেকে পড়লাম। ভদ্রলোকের ছেলে মদ খাবে কি ?

আমি বললাম, কেউ যদি খায়ও সেটা কোনো সিরিয়াস ব্যাপার না। ওষুধের সঙ্গে তো সবাই খাচ্ছে।

তাই নাকি ?

হুঁ। হোমিওপ্যাথি ওষুধের সবটাই তো মদ।

তুই জানলি কোত্থেকে ?

এটা নতুন কথা নাকি ? সবাই জানে।

আগে আমাকে বলিস নাই কেন ?

আগে বললে আপনি কী করতেন ?

তাও ঠিক, কী আর করতাম।

বড় চাচি নিশ্চিত ভঙ্গিতে হাসলেন, তাঁর বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। আমাকে বললেন, তোর চাচা এমনভাবে বলল কথাটা আমি বিশ্বাস করে ফেলছিলাম।

সবকথা এরকমভাবে বিশ্বাস করবেন না চাচি।

না, এখন থেকে আর করব না।

এই সময় বড় ফুপুকে উত্তেজিতভাবে নিচে নামতে দেখা গেল। আমাদের দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। যেন আমাদেরই খুঁজছিলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, নীলু নামের এই মেয়েটির ঘরে নাকি আজ রান্না হয় নি ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এরকম চেঁচানির কী মানে ?

বড় চাচি কিছুই বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে থাকলেন।

কার ঘরে রান্না হয় নি ?

ঐ যে তোমাদের ভাড়াটে। নীলু নামে যে মেয়েটি।

আমি বললাম, যা বলবার আস্তে বলেন ফুপু।

আস্তে বলব কেন ?

ওরা শুনবে।

শুনলে শুনবে। তোর আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। এই রকম ভিখিরি শ্রেণীর মেয়ে, আর তুই ওর সঙ্গে দিব্যি বিয়ের কথাবার্তা চালালি ?

বড় চাচি স্তম্ভিত হয়ে বললেন, কার সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে ? কই আমি তো কিছুই জানি না ?

তুমি চুপ কর ভাবি। তোমার কিছু জানতে হবে না। টগর, তোদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। তোদের উপর নির্ভর করে আমি অনেকবার বেইজ্জত হয়েছি। মেয়েটাকে আমি বাসা পর্যন্ত যেতে বলেছি।

বলে দিলেই হয় যেন না যায়।

হ্যাঁ বলব। একদম রাস্তার ভিখিরি, ঘরে হাঁড়ি চলে না।

আস্তে বলুন, চিৎকার করছেন কেন ফুপু।

চিৎকার করব না ? তোদের কোনো মান অপমান নেই বলে কি আমারও নেই ? যত ছোটলোকের আড্ডা হয়েছে। সমস্ত ছোটলোকদের আমি ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। পেয়েছ কী ?

দারুণ একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল।

বড় চাচা এলেন। বাবা নেমে এলেন তিন তালা থেকে। নীলু এসে দাঁড়াল সিঁড়ির মাথায়। রমিজ সাহেব এলেন আমাদের বসার ঘর থেকে। সঙ্কুচিত ভঙ্গিতে বললেন, কী হয়েছে ?

কিছু হয় নি। নীলু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, উনি এসব কথা বলছেন কেন ?

তুমি দাদার ঘরের দিকে একটু যাও তো নীলু। দেখে আসো কিছু লাগবে কি না।

নীলু নড়ল না। আমি লক্ষ করলাম সে থরথর করে কাঁপছে। তার মুখ রক্তশূন্য।

বড় ফুপু সমানে চেঁচাচ্ছেন— যত রাস্তার ছোট লোক দিয়ে বাড়ি ভর্তি করা হচ্ছে। এদের ঘাড় ধরে আমি বিদায় করব। আমার ছেলের সঙ্গে একটা ভিখিরির মেয়ের বিয়ের কথা বলেছে। এত বড় সাহস ?

নীলু বলল, আপনি চুপ করুন।

বড় ফুপু চুপ করে গেলেন। সিঁড়ির মাথা থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে নীলু বলল, বাবা, তুমি যাও এখান থেকে।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

রমিজ সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন।

এই অবস্থা স্থায়ী হলো না। বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, কিসের জটলা হচ্ছে ?

এতেই ভিড় পাতলা হলো। বড় ফুপু এবং চাচি দাদার ঘরের দিকে এগুলেন।

আমি উঠে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। নীলুর দিকে তাকিয়ে হাসির ভঙ্গি করলাম। নীলুকে তা স্পর্শ করল না। হালকা স্বরে বললাম, শাহানা কোথায় নীলু ?

নীলু তার জবাব না দিয়ে তরতর করে নিচে নেমে গেল।

শাহানাকে পাওয়া গেল তিনতলার বারান্দায়। সেখানে একটা ইজি চেয়ারে আধশোয়া হয়ে বসে ছিল। আমাকে দেখেই সোজা হয়ে বসল। তার বসার ভঙ্গিটা ছিল অদ্ভুত। একটা ক্লান্তির ভঙ্গি।

বাবু ভাই কি তাকে কিছু বলেছে ? বিশেষ কোনো কথা। যার জন্য একটি মেয়ের হৃদয় তৃষিত হয়ে থাকে।

আমি খুব নরম স্বরে বললাম, বাবু ভাই কি তোমাকে কিছু বলেছে ?

শাহানা জবাব না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। বারান্দার আলো কম বলেই এতক্ষণ চোখে পড়ে নি। এখন দেখলাম শাহানার গাল ভেজা, সে তার ভেজা গাল গোপন করার জন্যই অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। কারো গোপন কষ্টে উপস্থিত থাকতে নেই। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম।

শাহানা বলল, নিচে হৈচৈ হচ্ছিল কিসের ?

বড় ফুপু একটা ঝামেলা বাঁধিয়েছেন। নীলুকে আজেবাজে সব কথা বললেন।

শাহানা কোনোরকম আগ্রহ দেখাল না। আমি বললাম, তুমি একটু নীলুকে খুঁজে বের করবে। কথা বলবে ওর সঙ্গে ?

শাহানা উত্তর দিল না।

এই সময় নিচে থেকে সাড়াশব্দ হতে লাগল। দাদা কি মারা গিয়েছেন ? আমরা ছুটে নিচে এলাম। দাদার কিছু হয় নি। তিনি তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। হৈচৈ হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিচিত্র কারণে। রমিজ সাহেব একা একা বাগানে ছুটাছুটি করছেন। যেন অদৃশ্য কিছু তাকে তাড়া করছে। সবাই এসে ভিড় করছে বারান্দায়। আমাদের ড্রাইভার টর্চলাইটের আলো তার গায়ে ফেলতে চেষ্টা করছে।

বড় ফুপু চাপা স্বরে বললেন, পাগল ছাগল আর কী! দিব্যি ভালো মানুষের মতো বসেছিল। হঠাৎ ছুটে চলে গেল।

www.DeshiBoi.com www.DeshiBoi.com
Nirjoy

কদম গাছের কাছ থেকে তীক্ষ্ণ হাসির শব্দ ভেসে এলো। এ হাসি পৃথিবীর হাসি নয়। এ হাসি অচেনা কোনো ভুবনের। যারা বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা পাকাচ্ছিল, সবাই এক সঙ্গে চুপ করে গেল। বাবু ভাই বাগানে নেমে গেল। এগিয়ে গেল কদম গাছের দিকে। নীলুকে দেখা গেল না। শুধু দেখলাম বিলু তাদের দরজার পাশে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর এক সময় ছোট মেয়েটি বাগানে নেমে গেল। চারদিক চুপচাপ। বাগানের শুকনো পাতায় তাঁর হেঁটে যাবার মচমচ শব্দ হতে লাগল।

বাবু ভাই রমিজ সাহেবকে হাত ধরে এনে বারান্দায় বসাল।

রমিজ সাহেবের চোখের দৃষ্টি অস্বচ্ছ। সমস্ত মুখমণ্ডল ঘামে ভেজা।

বাবু ভাই বললেন, রমিজ সাহেব, এখন কেমন লাগছে ?

ভালো।

আমাকে চিনতে পারছেন ?

জি।

কী নাম আমার বলুন দেখি ?

রমিজ সাহেব নিঃশব্দে হাসলেন।

বিলু তার বাবার শার্ট শক্ত করে ধরে রেখেছে। ভয়ানক অবাক হয়েছে সে।

বাবার কী হয়েছে ? এরকম করছেন কেন ?

ঠিক হয়ে যাবে। মাথায় পানি ঢাললে ঠিক হয়ে যাবে।

বাবু ভাই রমিজ সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন কি একটু ভালো লাগছে ?

জি হ্যাঁ, লাগছে।

আমি কে বলুন ?

রমিজ সাহেব আবার হাসলেন। নীলু এগিয়ে আসছে। রমিজ সাহেব তাকালেন নীলুর দিকে। তাঁকে দেখে মনে হলো না তিনি নীলুকে চিনতে পারছেন। নীলু ভয় পাওয়া গলায় বলল, বাবার কী হয়েছে ?

www.DeshiBoi.com

দাদা মারা গেলেন ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে।

নব্বই বৎসর আগে দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল। নব্বই বৎসর পর তিনি তার ছেলেমেয়েদের অসম্ভব বিত্তশালী করে দিয়ে নিঃশব্দে মারা গেলেন।

সকাল হচ্ছে। পুবের আকাশ অল্প অল্প ফরসা হতে শুরু করেছে। অনেক দিন সূর্যোদয় দেখা হয় নি। আমি ছাদের অলিশায় হেলান দিয়ে সূর্যের অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ছাদ থেকে দেখতে পাচ্ছি লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে। শুধু বাবু ভাই রমিজ সাহেবের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বসে আছে।

আরো অনেক দূরে টিউবওয়েলের পাশে, পাথরের মূর্তির মতো নীলু বসে আছে একা একা। আমার খুব ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে বলি— নীলু, ভয়ের কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু কিছুই তো ঠিক হয় না। সকালের পবিত্র আলোয় কাউকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে নেই।

তবু আমাদের সবার মিথ্যা আশ্বাস দিতে ইচ্ছে করে। ঠিক এই মুহূর্তে আমার ইচ্ছে করছে নীলুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে। ভোরের আলো এসে পড়ছে নীলুর চোখে-মুখে। কী সুন্দর লাগছে নীলুকে!

—

www.DeshiBoi.com

Nirjoy